Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Qualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 66:14min.
ID: IDI_AMR303_SLM_PQ_Ani_R_14 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	23	HSC	Qualified seller/prescriber	Animal	3 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা: আমি কলেরা হাসপাতাল থেকে আসছি।আমরা এখানে হচ্ছে আপনাদের এই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে কাজ করতেসি ,গবেষনার কাজ। গবেষনা করতে গিয়ে হচ্ছে ,দোকানের যারা ,ভেটেনারির যে ইয়েগুলো দিচ্ছে তাদের সাথে ,চিকিৎসা দিচ্ছে তাদের সাথে, আমরা কথা বলব,কয়েকটা। তো এই কথা বলতে গিয়ে ধরেন,আমরা অনেকের সাথে কথা বলসি ,ড্রাগ শপে ,অনেক সময় অন্য জায়গায় ও কথা বলসি। তো এখন হচ্ছে আপনাদের সাথে কথা বলবো। কেমন আছেন?

উত্তরদাতা: হ্যা ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ভাল।আচ্ছা আপনি তো এই দোকানে আছেন। এই দোকানে আপনি কি কি কাজ করেন ?এটা একটু বলবেন ?

উত্তরদাতা: এই দোকানে শুধু যেমন আমি একজন পল্লী চিকিৎসক ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা: এই দোকানে শুধু ভেটেরনারিই ওষুধ ,এগুলা কিছু স্যাম্পল রাখি,আর কি। আর বাহিরে চিকিৎসা করি বেশীরভাগ ।

প্রশ্নকর্তা:বেশীরভাগ বাইরে চিকিৎসা করেন ? আচ্ছা তাহলে এই দোকানে কি কি ? এই দোকানে কি কি ধরনের ওষুধ আছে আপনার কাছে ?

উত্তরদাতা: ওষুধ এখানে আপনার ডেইরী ভিটামিন আছে।তারপর আপনের ক্যালসিয়াম ,তারপর আপনের এই এন্টিবায়টিক জাতীয় যে ইনজেকসন আছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: তারপর কেটওগ্রুপেন (১:১৬) গ্রুপের জ্বরের ইনজেক্সন কেটোভেট এগুলা আছে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: পাশাপাশি আপনের কৃমির ট্যাবলেট আছে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা .অন্য.সীজনের ট্যাবলেট আছে ছোয়াচের.....০১:২২.....

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এখানে ভেটেরনারি যে ইয়া ওষুধগুলো আছে , এটা শুধু কোন কোন ধরনের প্রানী বা পশুর জন্য আছে?

উত্তরদাতা: এখানে গরু ,মহিষ,ছাগল,ভেড়া

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা: এগুলো আর কি

প্রশ্নকর্তা:তো পোল্ট্রির কি কোন ওষুধ আছে?

উত্তরদাতা: না পোল্ট্রির কোন ওষুধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা। কোন ওষুধ নাই আপনাদের এখানে? দোকানে ?

উত্তরদাতা: না । আছে বলতে মানে ,স্যাম্পল কিছু মানে এনালাইসিন ট্যাবলেট এগুলো আর কি। আর অন্য কোন ধরনের কিছু রাখিনা ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা মানে পোল্ট্রির জন্য কোন এন্টিবায়টিক এখানে ন্াই?

উত্তরদাতা: না না না না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তাহলে এই যে ,আপনি যখন আপনার যে ,কত বছরের অভিজ্ঞতা এইটা মানে যে

উত্তরদাতা: আমি এখানে কাজ করতেসি প্রায় মানে কাজ করি অনেকদিন যাবৎ ।আমার আব্বার সাথে ছোটবেলা থেকেই দেখতেসি ।তারপর আমি নিজেই মানে ফিল্ডে কাজ করতেসি তিন বছর ধরে ।

প্রশ্নকর্তা:তিন বছর ধরে? আচ্ছা। আর ইয়া এমনি ছোটবেলা থেকে বাবার সাথে থাকতেন?

উত্তরদাতা: হু হু হু

প্রশ্নকর্তা: আপনার বাবা ও কি?

উত্তরদাতা: হ্যা । বাবা একজন পল্লী চিকিৎসক।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা হ্যা। উনি ও কি এনিমেলের ইয়ে করেন?

উত্তরদাতা: হ্যা এনিমেলের ই কাজ করে ,এই সাইটে কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে এই আপনার তিন বছরের অভিজ্ঞতার এবং আগের যে দেখসিলেন এগুলো মিলে আপনার কি মনে হয় ? আপনি যখন এন্টিবায়েটিক প্রেসক্রিপসন করতেসেন কোন প্রানীর জন্য বা কোন খামারীকে তখন আপনার কি অভিজ্ঞতা হয়? এই অভিজ্ঞতার আলোকে একটু বলবেন ? আপনার অভিজ্ঞতা সর্ম্পকে জানতে চাচ্ছি । তিন বছরের অভিজ্ঞতা

উত্তরদাতা: অভিজ্ঞতা বলতে আপনার এন্টিবায়েটিক যে সবসময় ব্যবহার করা হয় না বা সেসময় আমরা খুব একটা কম করি । আর আমার, বাড়িতে বাড়িতে মানুষ ফোন কলে ডাইকা নেয় । ওখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করি। যে সমস্ত কাজ গুলা আমরা না বুঝি

প্রশ্নকর্তা: হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা: এখানে আপনার উপজেলা আছে,পশু হসপিটাল আছে ,ওইখান থেকে আপনের যোগাযোগ করে তারপর আমরা ট্রিটমেন্ট করি । আরকি

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এইখানে যে আপনি যখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিচ্ছেন

উত্তরদাতা: হ্যা

প্রশ্নকর্তা:এবং বললেন দোকানে ঠিকই থাকেন কিন্তু বাড়ি বাড়ি হচ্ছে

উত্তরদাতা: হ্যা বাড়ি বাড়ি যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: বেশী ইয়ে চিকিৎসা করেন। তো বাড়ি বাড়ি চিকিৎসা করতে গিয়ে আপনার এই এন্টিবায়োটিক দেওয়ার অভিজ্ঞতাটা একটু জানতে চাচ্ছি।একটা উদাহরন দিয়ে বুঝিয়ে দিবেন ।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক উদাহরন ,যদি কোন গরু মনে করেন,কেটে গেল বা পুড়ে গেল

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: কোন কোন জায়গায় পা টা ভেঙে গেলো ।এই ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দিতে হয় আর কি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এই ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দেন

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তো এই জিনিসটা আপনার ইয়া ,ওইখানে যে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে তখন সেটা আপনি কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: বুঝি যখন যে একটা গরু যদি, যখন মনে করেন একটা জায়গায় কেটে গেলো ,তখন অবশ্যই তার গা শুকাইতে হবে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: তার গা শুকানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই এন্টিবায়োটিক লাগবেই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তো এই যেমন আগে আপনি দেখসিলেন,আপনার বাবার চিকিৎসা

উত্তরদাতা: হ্যা হ্যা হ্যা

প্রশ্নকর্তা:আর এখন করতেসেন আপনি নিজে

উত্তরদাতা:নিজে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা তিন বছর ধরে ।তো আপনার কি মনে হয় ?এই ইয়েতে কোন পরিবর্তন হইসে ?এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ?

উত্তরদাতা: ব্যবহার হচ্ছে

প্রশ্নকর্তা:মানে ব্যবহার কি বৃদ্ধি পাইসে? নাকি কমসে? এই জিনিসটা

উত্তরদাতা: আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাইসে।

প্রশ্নকর্তা:বৃদ্ধি পাইসে।তো কি কারনে বৃদ্ধি পাইসে?

উত্তরদাতা: কি কারন বলতে আগে তো ।আগে অনেক গরু কম ছিল ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা: আর মানুষ আগে চিকিৎসা করত আপনের কবিরাজিভাবে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: যেটা গ্রাম্যভাষায় বলে আমরা

প্রশ্নকর্তা: হ্যা হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: কবিরাজি ট্রিটমেন্ট করাইত ।এখনতো এগুলার খুব একটা ছল নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা: আর অনেক আগের তুলনায় এখন অনেক বাংলাদেশের র্ফাম বেড়ে গেসে । এইক্ষেত্রে তেমন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার ও বেড়ে গেসে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা, এই যে একটু জানতে চাই ,কাবরাজি যে ইয়েটা, যেটা আগে করতো আর কি,্এটা কি রকম একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: এটা কি রকম বলতে যেমন আগে ,গরু যদি পাতলা পায়খানা করে বা গরুর রুচি কম ,কম থাকে

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা: এগুলার ক্ষেত্রে আগে যে আপনের ,আমাদের গ্রাম্যভাষায়্একটা আলকুচি বলে ।এগুলা খাওয়াইলে আপনের রুচি হয় । এগুলা চিকিৎসা করা .....০৫:১১..... ।যেমন এখন

প্রশ্নকর্তা:কি বললেন?

উত্তরদাতা: আলকুচি।

প্রশ্নকর্তা:আলকুচি ।এটা কি ওষুধ ?নাকি কি?

উত্তরদাতা: একটা গাছের নাম ।

প্রশ্নকর্তা:গাছের নাম আচ্ছা। গাছের কি খাওয়ায় ?

উত্তরদাতা: না, কিছু আছে রস খাওয়ায়। কিছু পরে গাছের পাতা আছে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: এগুলো খাওয়ায়।

প্রশ্নকর্তা:ও আচ্ছা ।এগুলো খাওয়াইলে ওই ডায়রিয়া ভাল হয় ।

উত্তরদাতা: ডায়রিয়া ভাল হয় ।আপনের রুচির ক্ষেত্রে কাজ করে আলকুচি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।রুচির ক্ষেত্রে ।

উত্তরদাতা: কিন্তু এখন তো আর ওগুলো ব্যবহার করে না। এখন আপনার রুচির জন্য

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা: কোম্পানী থেকে ওষুধ আসে ।বায়োলেক ট্যাবলেট আসে । তারপরে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: এনোলাক্সেন (০৫:৪০) ট্যাবলেট আসে এগুলো।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা। ভাইয়া ধরেন ,এখন তার মানে এই রুচির জন্য যে ট্যাবলেট ,আবিস্কার হওয়ার কারনেই হচ্ছে ওগুলো করতেসেনা?

উত্তরদাতা: হ্যা ওগুলো করতেসেনা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এরকম কি এখনো আছে যে নিজেরাই ওই কবিরাজি চিকিৎসা করে?

উত্তরদাতা: আছে অনেক কম আছে এখন ।আগের তুলনায় এখন অনেক কম।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো এই যে কবিরাজি ,এরা করতো কারা ? কোন ধরনের মানুষরা? নিজেরা পারিবারিকভাবে করতো ?নাকি কবিরাজ এরকম আপনারা যেমন ভেটের ডাক্তার আছে?

উত্তরদাতা: হুম না না এটা পারিবারিকভাবে

প্রশ্নকর্তা:এরকমকি? ওরকম ছিলো?

উত্তরদাতা: পারিবারিকভাবে ছিল না ।এটা মানে একটা গ্রামে মনে করেন একজন বা দুইজন এইরকম ছিল ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: ওরা এভাবে কাজ করতো আর কি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ,এরকম কি এখনো পর্যন্ত আছে বলে আপনি জানেন কাউকে ?

উত্তরদাতা: এখনো আছে বলতে অনেক কম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা কম। কিন্তু আপনি কাউকে চিনেন এরকম ? আপনাদের এলাকায়?

উত্তরদাতা: হ্যা চিনি ।

প্রশ্নকর্তা:চিনেন এরকম ? কে মানে কতদূর হবে ?এগুলা থেকে ?

উত্তরদাতা: এইখান থেকে সাত আট কিলো ভিতরে।

প্রশ্নকর্তা:গ্রামের ভিতরে?

উত্তরদাতা: গ্রামের ভিতরে

প্রশ্নকর্তা:আলাদা কি ওদের দোকান বা এরকম কিছু আছে?

উত্তরদাতা: না না । দোকান টোকান নাই ,এমনিতেই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা । কিন্তু আপনি বলতেসেন লোকজন ওইগুলোকে কম ব্যবহার করতেসে ।আর আপনাদের ইয়ে গুলো বেশী ব্যবহার করে ।

উত্তরদাতা: হ্যা

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তার মানে হচ্ছে একারনেই আপনি বলতেসেন যে এন্টিবায়েটিক ব্যবহারটা ও বৃদ্ধি পাইসে ।

উত্তরদাতা: বৃদ্ধি পাইসে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।এই যে এন্টিবায়েটিক আপনি দিচ্ছেন গরুকে বা মহিষকে বা ধরেন কোন এরকম প্রানীকে দিচ্ছেন,গৃহপালিত প্রানীকে ।তখন আপনার কি কখনো এরকম মুখোমুখি হইসেন চ্যালেঞ্জের ? এন্টিবায়েটিক দেয়ার সময় চ্যালেঞ্জের ফেস করসেন এরকম কিছু?

উত্তরদাতা: কি রকম চ্যালেঞ্জ?

প্রশ্নকর্তা:ধরেন দিচ্ছেন । দিবেন কি দিবেন না? এই যে এই একটা চ্যালেঞ্জিং মূহুর্ত ফেস করসেন কি না?

উত্তরদাতা: হ্যা । অনেক সময় করা হয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এরকম আপনি দুই একটা উদাহরন দিতে পারবেন ?ধরেন মহিষের ক্ষেত্রে বা গরুর ক্ষেত্রে ? কোন ঘটনা যেটা আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে হইসে ,করতে গিয়ে আপনি ফেস করসেন আর কি

উত্তরদাতা: হুম মানে । কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনের গরু আপনের সবদিকে ভাল ছিল।হঠাৎ করে শুয়ে পড়সে ,এখন দাড়াইতে পারে না বা্উঠতে পারতেসেনা

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: মানে মুখে রুচি না্ই ।খাইতে পারতেসেনা (০৮:০০)।এক্ষেত্রে এন্টিবায়েটিক কি ব্যবহার করা যাবে ,না করা যাবে না ,অনেক সময় আমাদের ইয়ায় পড়তে হয়

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।ওই গরু পড়ে গেসে কিন্তু কি করবেন ? দিবেন কিনা ? তখন কি করেন?

উত্তরদাতা: তখন আমাদের এই যে পশু হসপিটাল আছে ,বড় স্যার যেটি হইল যে , স্যারদের সাথে যোগাযোগ করি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: উনারা যদি দিতে বলে তাহলে দিই ,দিতে না বললে দিই না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা কিন্তু আপনি নিজে ঐচ্যালেঞ্জ হাতে নিয়ে আপনি নিজে দিসেন কি না ? এরকম কখনো হইসে কি না ? দেয়ার পর হইতো রোগী ভাল হয়ে গেসে ?

উত্তরদাতা: হ্যা এরকম দিসি ।

প্রশ্নকর্তা:এরকম হইসে ?

উত্তরদাতা: হ্যা হইসে ।

প্রশ্নকর্তা:তো্এরকম কি ধরনের একটু ঘটনা যদি মনে করেন আর কি ,মনে পরে গত তিন বছরে?

উত্তরদাতা: কি রকম বলতে ,আগে যখন নতুন নতুন মানে প্র্যাকটিস করতাম ,তখন তো ইনজেকসন দিতে ভয় পায়তাম ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: এখনতো আর ওই ধরনের সমস্যা হয় না

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা: এহন গরু যত পাজি থাক, কোন সমস্যা নাই ,ইনযেকসন দিতে সমস্যা নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: আর এখন মনে করেন ওষুধের ব্যবহার আগে যেভাবে করতাম ,তার চেয়ে অনেক একটু মানে

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা: ব্যবহার করলে আগের চেয়ে একটু টেনশন কম হয় আর কি। যে এটা দিলে কি কাজ করব কিনা বা করব । এ ধরনের কোন এখন ইয়ে হয় না ।ব্যবহার করতে করতে আর কি ।ঠিক হয়ে গেসে ।

প্রশ্নকর্তা:মানে অভ্যাস বা

উত্তরদাতা: অভ্যাস হয়ে গেসে।

প্রশ্নকর্তা: ইয়া প্র্যাকটিস করতে করতে আপনার অভিজ্ঞতা হয়ে গেসে ।

উত্তরদাতা: হুম

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তার মানে ঐ শুরুর দিকে একটু চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হইসে ?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা যে কনফিউশন থাকত

উত্তরদাতা: হুম

প্রশ্নকর্তা:তখন কি আপনি সরাসরি অই ইয়া আপনাদের অফিসে ফোন করতেন মানে যাদের ইয়া বড় ডাক্তার আছে তাদেরকে? নাকি আপনি যেমন মানে আপনার বাবাই তো অনেক অভিজ্ঞ

উত্তরদাতা: হু ।যেমন আমার বাবার কাছে বলতাম । বাবা যদি বুঝত তাহলে বলত হে এটা দিয়া যাবে ।আর যদি না বলে আমাদের যে সখীপুর যে ....০৯:৪০..... অনেক স্যার আছে ,তাদের সাথে কথা বলে ,তারপরে আমরা ব্যবহার করতাম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।তো এই রকম এটাতো ইয়া গেলো । গরু বা মহিষ এই রকম ।মহিষের ক্ষেত্রে কি কখনো এইরকম হইসে কিনা বা ছাগলের ক্ষেত্রে ? মানে এই আলাদা আলাদা করে একটু জানতে চাচ্ছি আর কি।

উত্তরদাতা: মানে গরু মহিষতো হচ্ছে ।মানে ছাগলের অসুখ বিসুখ এমনিতে কম হয় কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার ঠান্ডা লাগে আর পি পি আর হয় ।এগুলাই বেশী হয়

প্রশ্নকর্তা:পি পি আর?

উত্তরদাতা: পি পি আর।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এইটা পি পি আর রোগটা কি?

উত্তরদাতা: পি পি আর রোগটা আপনার এইটা একটা ভেড়াজনিত রোগ (১০:১৪) । এইটা আপনার পাতলা পায়খানা থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: তারপর নাক দিয়া আপনার ঠান্ডা ফরবে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: শরীরে জ্বর থাকবে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতা: তারপর এক সময় অনিয়ম তিন চারদিনের ভিতর হঠাৎ করে মারা যাবে ।

প্রশ্নকর্তা: ও! তিন চারদিনের ভিতরেই?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এটা মানে কিভাবে চিকিৎসা করা হয়?তিন চারদিনের মধ্যেই তো ডাক্তার দেখাইতে হবে?

উত্তরদাতা: কিভাবে চিকিৎসা বলতে,আপনি যদি পি পি আর এস (১০:৩২) পি পি আর ভাইরাসটা যদি ভিতরে ঢুকে যায় ।তাহলে বেশীরভাগ ছাগল আপনার ভাল হয়না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: তার আগে যেমন আমাদের ছয়মাস পর পর পি পি আর যে ভ্যাক্সিন আছে ।ওগুলা ভ্যাক্সিন দিতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।ও! আগেই প্রোটেকশন আর কি !ভ্যাক্সিন দিতে হয়

উত্তরদাতা: হ্যা প্রোটেকশন দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে ভ্যাক্সিন কোন সময় দিবে? কোন সময় দিবে না? এই জিনিসটা খামারি কিভাবে জানে?

উত্তরদাতা: খামারি তো জানেনা । আমাদের বলতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: ও! কিন্তু আপনারা কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই জিনিসটা জানায় দেন?

উত্তরদাতা: বাড়ি বাড়ি যেয়ে যখন আমরা বলি যে, এখন আমাদের ....১০:৫৮..... এই সমস্যা হইসে ।বা এই সিজনে বা আপনার যে কোন সময় আপনের বছরে দুইবার কইরা বা একবার কইরা মানে এই ভ্যাক্সিন দিয়া দিবেন ।তাহলে .....১১:০৫.....সমস্যা কম হবে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এটা এধরনের ইয়া যেমন আগে বলসিলেন যে কবিরাজ ইয়া করত হে। তো ইয়া এটা কবে থেকে শুরু হইসে ?এরকম ভ্যাক্সিন দেয়া? আনুমানিক?

উত্তরদাতা: ভ্যাক্সিন তো অনেক আগে থেইকায়।

প্রশ্নকর্তা:অনেক আগে থেকে এইটা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা: এখন তো কবিরাজি নাই বললে চলে।

প্রশ্নকর্তা:তো এখন নাই আচ্ছা। ওইটাই জানতে চাচ্ছি যে ,এখন কি অবস্থায় আছে ? বর্তমানে?

উত্তরদাতা: না এখন কবিরাজি নাই। এখন আপনার সমস্যা হইল

প্রশ্নকর্তা:না না ওইযে পি পি ভা

উত্তরদাতা: পি পি আর

প্রশ্নকর্তা:পি পি আর যেটা বলতেসেন ওইটা ইয়ে এখনো আছে কিনা?

উত্তরদাতা: হ্যা আছে।

প্রশ্নকর্তা:আগের চেয়ে কম না বেশী ? যেহেতু ভ্যাক্সিন আছেই এখন?

উত্তরদাতা: তারপরেও দেখা যায় ,আপনার ভ্যাক্সিন দেয়ার পরে অনেকসময় ভ্যাক্সিন যদি অকার্যকরী করে তাহলে মানে অনেক সময় দেখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এটা হচ্ছে ছাগলের ক্ষেত্রে ।ছাগলের একটু কম হয় । তো আপনি কোন প্রানীর ক্ষেত্রে ,কোন পশুর ক্ষেত্রে বেশী ইয়া চিকিৎসা দেন?

উত্তরদাতা: গরু।

প্রশ্নকর্তা: গরুরক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা: গরুর ক্ষেত্রে।

প্রশ্নকর্তা:তো এই এলাকার মানে মানুষের গরু কি খুববেশী ? এই যে একটু আগে বললেন ,আগে গরুর খামার কম ছিল।এখন বেশী বেড়ে গেসে?

উত্তরদাতা: এখন আগের তুলনায় এখন গরু অনেক বেশী ।

প্রশ্নকর্তা:এখন কি তাহলে ধরেন প্রতি বাড়ি বাড়ি কি আছে? না কিরকম পারসেনটেজটা ?

উত্তরদাতা: এখানে যারা মনে করেন এই, মানে শহর বলতে বাজারের কাছাকাছি যারা থাকে । তাদের বাড়িতে অনেক মানে অনেকের আছে। অনেকে নাই। আর গ্রামঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িতে কিছু না কিছু গরু,অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। ম্যাক্সিমাম কি একটা দুইটা ?না কি রকম থাকে পরিমান?

উত্তরদাতা: একটা ,দুইটা বা তিনটা পাচটা এরকম থাকে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।পাচটা হলে তো অনেক গরু।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:তো এইগুলা কি কি কাজে লাগায় ?গরুগুলোকে ? যে যার ফলে এরা যে অসুস্থ হইলে যে চিকিৎসা নিবে হ্যা। এটা কোন সময়ে ওরা চিকিৎসা নিতে আসে ?

উত্তরদাতা: কাজে লাগায় বলতে এখন ধরেন , গরুতো এখন হাল চাষ করে না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা সেটাই আর কি

উত্তরদাতা: অহন অনেক প্রযুক্তি ট্রাক্টর বের হইসে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: এটা দিয়ে দেহা যায় ,গরুর আপনার ...১২:৫৭.... হইসে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: অনেক সময় আবহাওয়া চেঞ্জ হইতাসে যেমন শীতের সময় ঠান্ডা লাগে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: অনেক প্রচুর গরমের সময় ঠান্ডা লাগে ।তখন ট্রিটমেন্ট করায় ।ঠান্ডা লাগতেসে ,জ্বর হইতাসে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: আপনের পাতলা পায়খানা করসে ,ফুড পয়জন হইসে ।বিভিন্ন সমস্যার কারনে তারা আমাদের কল করে বা দোকানে আসে।আমাদেও জানায় যে গরুর এরকম সমস্যা, তারপর আমরা যায়া ট্রিটমেন্ট কইরা দিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কিন্তু আপনার তো ওইখানে গিয়ে ট্রিটমেন্ট যে দিয়ে আসবেন ,তাহলে আপনার হাতের মধ্যে ওষুধ থাকা লাগবে।কিভাবে এই ওষুধগুলোকে আপনি ,এতগুলো দোকানে তো অনেকধরনের ওষুধ আছে ,কিভাবে ওইগুলো বহন করেন?মানে

উত্তরদাতা: বহন করতে বলতে ,মনে করেন যদি আইসা বলে যে ,আমাদের গরু খাইতেসেনা বা শরীর যাবর কাটাইতেসেনা ।তখন আমরা অবশ্যই বুঝি মানে জ্বর হইতে পারে বা ঠান্ডা লাগতে পারে।এক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ আনুমানিক করে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: ব্যাগে একটা থার্মোমিটার নিই ।তারপর ওষুধ পাতি ব্যাগে ভরে, পরে মোটরসাইকেল অথবা সাইকেল নিয়ে বাড়িতে যেয়ে ।তাপমাত্রা মেপে ,তারপর ট্রিটমেন্ট করে আসি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তো এইরকম কি কখনো হইসে যে রোগী মানে যে ,খামারীতো বলতে পারে যে ,যেমন আপনি বললেন যে এইরকম হইলে আমি ধরে নিলাম তার হয়ত জ্বর হইসে ,টেম্পারেচার বেড়ে গেসে ।কিন্তু এই যে ,টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়া বা ইয়ে কি রোগ হইসে ? এ রোগের নাম তো আর ইয়ে খামারি বলতে পারে কি না?আপনাকে?

উত্তরদাতা: না না বলতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা:বলতে পারে না ।তাহলে কি শুধু ওই সিম্পটমগুলা বলে দেয়?

উত্তরদাতা: হ্যা সিম্পটমগুলা বলে দেয় ।এই আমার গরু এরকম করতাসে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: সকাল থেকে খাইতেসেনা বা নাকে ঠান্ডা ,পানি পরতাসে,ওগুলি বলতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । আচ্ছা তখন আপনি অনুমান করে কিছু ওষুধ নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করেন ।আচ্ছা ।তাহলে এই ইয়া করতে গিয়ে এন্টিবায়োটিক যখন আপনি দিচ্ছেন কোন খামারীকে।ওদের বাড়িতে গিয়েই দিচ্ছেন বা কোন কারনেই দিচ্ছেন ,তো এই যে এন্টিবায়টিক এর ডোজ বা এর সা্ইড ইফেক্ট এইগুলো নিয়ে আপনি কি কোন নির্দেশনা দিয়ে আসেন? ওদেরকে?

উত্তরদাতা: হ্যা দিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তা:কি রকম একটু বলবেন?

উত্তরদাতা: কি রহমের এন্টিবায়টিক । যদি মনে করেন একটা গরুর আপনের ওজন আছে চল্লিশ কেজি।ঐ ব্যাক্তির আমরা একটা ট্যাবলেট এমনে একটা ট্যাবলেট খাটতো যদি মনে করেন একটা ।ওইখানে যদি দুইটা খাওয়ায় তাহলে অবশ্যই তাতে প্বার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা বেশী যখন হয়ে যায় তখন প্বার্শপ্রতিক্রয়া

উত্তরদাতা: হতে পারে

প্রশ্নকর্তা:কি রকম প্বার্শপ্রতিক্রয়া?

উত্তরদাতা: প্বার্শপ্রতিক্রয়া বলতে আপনের গরু বমি করতে পারে ।শরীরে এলার্জী দেখা দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: এরকম আর কি

প্রশ্নকর্তা:তখন এটার সমাধান কি?

উত্তরদাতা: সমাধান তখন আমারে যদি বলে যে এরকম অবস্থা হইসে । তারপরে আমার পরবর্তীতে যে পদক্ষেপ নেয়া দরকার ।ওই বড় স্যারদের সাথে যোগাযোগ করে অথবা আমার বাবার সাথে যোগাযোগ করি।পাশাপাশি আমাদের যে ডাক্তারি একটা আমাদের বাজারে একটা মানে

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা: ত্রিশজন ডাক্তারের মত একটা সমিতি আছে ।সমিতির সাথে যোগাযোগ করি ।তারপরে আমরা বলি যে এরকম সমস্যা কি করা যেতে পারে?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এই যে সে ইয়া মানে পরিমানে বেশী খাওয়াইল ।ওই যে বেশী খাওয়াইল কিন্তু আপনি তো নিজে ওষুধ দিয়ে আসেন ,তাহলে কেন সে বেশী খাওয়াইল?

উত্তরদাতা: না বেশী খাওয়াইল বলতে আমি যদি বইলা আসলাম যে আপনের এই গরুর জন্য আপনের দুইটা ট্যাবলেট খাটবে। এহন যদি খামারি যদি আমাদের কথা না শুনে দুইটার জায়গায় তিনটা খাওয়ায় দিল তাহলে সমস্যা হতে পারে

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু আপনি তো তাকে ওষুধ দিয়ে আসতেসেন না পরিমানমত?

উত্তরদাতা: হ্যা পরিমানমত দিয়ে আসতেসি ।অনেক সময় আপনার ভুল করে না? করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ভুল করে সে ইয়ে করে।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:তখন আপনি তাদেরকে কি নির্দেশনা দিয়ে আসেন ? যে এন্টিবায়োটিকে ধরেন কোন একটা এন্টিবায়োটিকের উদাহরন দিয়ে আমাকে বলেন তাহলে আরেকটু সুবিধাহয় আর কি বুঝতে ।বা রোগটা বললেন ।এন্টিবায়োটিকটা কিভাবে বলেন আর কি রোগীকে?

উত্তরদাতা: যেমন ধরেন কোন একটা গরু আপনি মনে করেন হাটা চলার সময় পড়ে বা্এক জায়গায় কেটে গেসে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: তখন আমরা আমাদের ইয়ে আছে আমাদের এমোক্সাসিন ট্যাবলেট আছে তারপরে আমাদের টেমপিল এস এস এ কোম্পানির

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: এগুলো তখন দিয়া আইসা বলসি যে,আপনের টেমপিল এস(১৬:৪০) প্রতি পয়ত্রিশ কেজি ওজনের জন্য একটা ।ঠিক আছে

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: আপনার একট গরু যদি পয়ত্রিশ কেজি ওজন থাকে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: একটা বাছুর তাইলে ওটার জন্য মিলে একটা ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা হ্যা।

উত্তরদাতা: একটা ট্যাবলেট দিতে হবে।ওই খামারি যদি আপনের মনে করে ,দুইটা ট্যাবলেট হলে তার সমস্যা হতে পারে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।মানে এন্টিবায়টিকের ডোসটাই হচ্ছে একটা ওইটা।

উত্তরদাতা: না একটা বলতে আপনি যেমন পয়ত্রিশ কেজি বডি,ওইটার জন্য ট্যাবলেট একটা ।

প্রশ্নকর্তা:শেষে কি একটা একবারে খাওয়াবে নাকি কয়বারে খাওয়াবে?

উত্তরদাতা:একবার একবার একবার।

প্রশ্নকর্তা:একবারেই ।জাস্ট কমপ্লেট হয়ে গেসে ডোজ ।তাহলে?

উত্তরদাতা: না না না না । আপনি কমপক্ষে তিনের থেকে পাচদিন খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আপনি তাহলে তাদেরকে কিভাবে দিয়ে আসেন?

উত্তরদাতা: তাদেরকে দিয়ে আসি বলতে মানে কাগজে লিইখা দিয়া আসি

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা: যেমন ওই একটা ট্যাবলেট দিনে একবার পয়ত্রিশ কেজি বডি ওইটার জন্য এভাবে

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: তাহলে এই কচিটা কেটে দিয়ে আসি

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।কিন্তু এইযে পয়ত্রিশ কেজি হবে এইটা ওরা কিভাবে বুঝতে পারবে?

উত্তরদাতা: ওরা বুঝতে পারবে না ।আমাদের দেইখা বুঝতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:ও আচ্ছা ।তাহলে তো আপনি জানেনই যে এই গরুর হচ্ছে পয়ত্রিশ কেজি ওজন।তার এই কয়টা ওষুধি লাগবে একবারে।বা তখন আপনি বলে দিয়ে আসেন এই জিনিসটা

উত্তরদাতা: হ্যা হ্যা

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু এই আপনি যে বললেন লিখে দিয়ে আসেন পয়ত্রিশ কেজি ওজন হইলে এইটা করতে হবে। এই সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তরদাতা: পয়ত্রিশ কেজি ওজন হইলে মানে অনেক বাড়িতে মানে শিক্ষিত কিছু লোক থাকে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: তারা যদি আপনের এই কাটা ছিড়া মানে অনেকসময় ওষুধের প্যাকেটে কেটে দিয়া আসলাম । এটা পছন্দ করে না।অবশ্যই লিখতে হবে । তার মানে পয়ত্রিশ কেজি ওজন এর জন্য একটা ট্যাবলেট ।মানে এভাবে লিখতে হবে যে আপনের , এই গরুটার জন্য এই ট্যবলেটটা দিনে একবার ,তিনের থেকে পাচদিন খাওয়াইতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আপনি লিখে দিয়ে আসেন।একবারে ।তার মানে আপনি ওইযে লিখিতভাবে প্রেসক্রিপসন করে আসেন আর কি।

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তাহলে এই লিখিতভাবে প্রেসক্রিপসন করেন।তখন কি আবার মুখেও কিছু বলেন কিনা?

উত্তরদাতা: মুখে তো বলতে হবে । লেখলে তো বলতে হবে যে আমি এইটা লিখে দিয়ে গেলাম,এইটা এইটা খাওয়াবেন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।ওই ওষুধ গুলা দেখায় দিয়ে আসা লাগে।ওরা কি তাহলে এইসর্ম্পূণ ডোসটা নিয়ে নেই? একেবারে পুরা কোর্স ,পুরা কিনে নেয়? নাকি মানে কিভাবে নেয়?

উত্তরদাতা: না অনেক সময় আছে আপনের সম্পুর্ণ ডোস নেয়। অনেক সময় আছে আবার যাদের খামারি মানে অবস্থা ভালো না ,তাইলে সম্পূর্ন ডোস নেয় না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তাহলে সম্পূর্ন ডোস না দিলে কিভাবে নেয় ওরা?

উত্তরদাতা: কিভাবে নেয় বলতে আপনের ,যদি একটা গরু যে আপনের ,কিছু কিছু রোগ আছে আপনের তিনদিন ট্রিটমেন্ট করতে হবে বা হেরা মিলে একদিন করাল বা দুইদিন করাইল

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একদিন করাইল গরু ঠিক হয়ে গেল

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: আনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় দুইদিন করাইল ঠিক হইল না

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: পরবর্তীতে আবার পনের দিন বা একমাস পরে আপনের ওই জায়গায় সমস্যাটা হইল ,আবার আমাদের কাছে আসে অন্য ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কিন্তু সে কোর্স আসলে পুরো করে নাই

উত্তরদাতা: অনেক ক্ষেত্রে পুরো করে নাই

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা । তো এই পুরা না করার পরিমানটা কতটুকু হইতে পারে?মানে বেশীরভাগ পুরা করে না? নাকি কম?

উত্তরদাতা: হুম। না করার পরিমান ফিফটি ফিফটি।

প্রশ্নকর্তা:ফিফটি ফিফটি

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:ওহ! তাহলে তো মোটামুটি ইয়ায় আছে মানে

উত্তরদাতা: মূলত যারা সচেতন

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: মানে যারা শিক্ষিত,যারা এই সমস্ত বুঝে যে ,আমার এন্টিবায়েটিক হ্যা ,এভাবে, তিনের থেকে পাচদিন খাওয়াইতে হবে।বা সাতদিন খাওয়াইতে হবে তারা।এটা মানে মানে। আরও অনেকে যারা মানেনা তারা খাওয়ায় না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।তারা কি জানে যে এইটা এন্টিবায়েটিকই ওষুধ? এন্টিবায়েটিক ওষুধ কি জিনিস এটা সম্পর্কে জানে ?

উত্তরদাতা: না না এটা অনেকেই জানে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । অনেকেই জানে না।যারা যেমন পুরা কোর্স খাওয়াই ওরা কি জানে ?আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: মনে হয় বলতে এরা শুধু জানে এন্টিবায়েটিক। যে আসলে এটা কি তাতো হয়তো বলতে পারবেনা।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।তাহলে এই ঠিক আছে।তাইলে এই ইয়াগুলো আপনি কি পুরা ডোস পুরা করতে হবে কি হবে না ,এই জিনিসটা বলে আসেন কিনা?

উত্তরদাতা: হ্যা বলে দিয়ে আসি ।যে আপনার এই গরুটার এই সমস্যা হইসে ।মানে যে একটা গরু যদি কেটে গেলো বা ....২০:১৩..... হয়ে গেলো।তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে আপনের গরুটা তিনের থেকে পাচদিন ট্রিটমেন্ট করাতে হবে।

প্রশ্নকর্তা:: আচ্ছা ।এই যে বললেন একদিনে সুস্থ হয়ে যায় বা দুইদিনে সুস্থ হয়ে যায়।তখন হয়তো পনেরদিন পরে আবার অসুস্থ হয়ে গেলো কিন্তু একদিন দুইদিন খাওয়ানোর পরে ওরা যে আর খাওয়াতে চায় না বা ইয়ার কারনে বা আপনার কাছ থেকে শুধু একটা বা দুইটা কিনে রাখে

উত্তরদাতা: হ্যা হ্যা

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু বাকিটা যে কিনেনা , তখন আপনি কি বলেন ওদেরকে?

উত্তরদাতা: এখন বইলা আসি যে আপনের আসলে তো এইভাবে খাওয়ানোর নিয়ম।সম্ভব হইলে মানে তিনদিন খাওয়ায়েন ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।কিন্তু পরবর্তীতে আর আপনার কাছে দোকানে আসে বা ফোন দেয়?এরকম?

উত্তরদাতা: না পরবর্তীতে অনেকসময় আসে ।অনেকে আবার বলে যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনের ঐ যে বাছুরের যে নাভি পাকা বলে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: এক্ষেত্রে যখন দেখা গেল আপনে একটা বাছুর আপনের চিকিৎসা দিলে কমপক্ষে তিনদিন দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: তিনদিন দেয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেল একদিন অথবা দুইদিন দিয়া বাদ দিলো ।বাদ দেয়ার পরে ঘা ওটা মোটামুটি শুকাইল আবার দেখা গেল পনের দিন বা একমাস পরে আবার ওইখান দিয়া পিক(২১:১৪)পরতাসে ।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: পরে হয়তো আমাদের জানায়।অথবা সরকারী .....২১:১৫..... হেরে আইনা আপনের অপারেশন করায় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা । তখন এটা ইনফেকসন হয়।

উত্তরদাতা:ইনফেকসন হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । তাহলে তো আরো বড় সমস্যা সেটা

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা: তো ওরা কি এই ব্যাপারে সচেতন না?

উত্তরদাতা: সচেতন বলতে অনেকেই সচেতন যারা আপনের ট্রিটমেন্ট ঠিকমত করায় ,তাদের হয় ,গরু ভাল হয় ।অনেকের আবার ভাল হয়না ।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি কি মেইনলি কি কি কারনে এই গরু বা মহিষের এন্টিবায়োটিক দেয়া হয় ?

উত্তরদাতা: কি কি কারন বলতে একটা গরুর যদি পাও ভাইঙ্গা যায় ।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: একটা গরু আপনের হাটা চলা করতে গেলে যদি দেখা গেলো আপনার পড়ে গিয়ে একটা পাও ভেঙ্গে গেলো ,ঐ সময় ব্যবহার করি ।তারপর আপনের দেখা যায় ফার্মের থেকে অন্য ফার্মে নেয়ার সময় গরু এক জায়গায় কেটে ছিড়ে গেলো ঐ সময় ।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: ফার্মে যদি কোন সময় আগুন টাগুন লাইগা তাহলে যদি পুইড়া টুইড়া যায় ঐ সময় ব্যবহার করা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এরকম কি কোন স্পেসিফিক রোগ আছে যে রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন আপনারা? মানে রোগের নাম সহ আর কি ।এটাতো বললেন যে এইসব যদি গা হয় ।মানে এরকম কি রোগ

উত্তরদাতা: আছে যেমন নিউমোনিয়া আছে ।এক্ষেত্রে এন্টিবয়োটিক ব্যবহার করি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।নিউমোনিয়া শুধু আর কোন রোগ ?এরকম?

উত্তরদাতা: নিউমোনিয়া আছে।তারপর আপনের ওই যে ডায়বেটিসে ম্যস্টাইটিস (২২:৩৩)বলে যে ওলান প্রদাহ ওইক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ঠিক আছে । কারন এই যে,মানুষের রোগ বা রোগের নাম আমি হয়তো কিছু জানি কিন্তু গরুর কি কি রোগ আসলে বা মহিষের কি কি রোগ ? এই জিনিস সম্পর্কে একটু কম ধারনা আমার

উত্তরদাতা: তারপর আপনের গরুই আছে। যেমন আপনের এই এফেমটির (২২:৫৩) ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় । তারপরে আপনের ,গলাফুলা,রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । এই গলা ফুলা বা যেগুলো বললেন ,এগুলো কিভাবে বুঝলেন যে, সেই গরুর ঐ রোগটা হইসে ?

উত্তরদাতা:এটা আপনার গরু দেইখে বুঝা যায় যখন একটা গরু গলাফুলা রোগ হবে ,তখন বুঝতে হবে যে এইটা গলাফুলা রোগ হইসে

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: যখন একটা গরু আপনার নিউমোনিয়া হবে তখন নাক দিয়া অনরগল পানি ঝরবে ।তাপমাত্রা একটু বেশী থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: একটু খাওয়া দাওয়া কম করবে ,তখন বুঝতে পারি যে এটা হয়তো নিউমোনিয়া হইসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কিন্তু ধরেন মানুষের ক্ষেত্রে যেইটা, ইয়ে হয় যে ব্লাড টেস্ট করে বা ইয়ে টেস্ট করার পরে বুঝা যায় যে, হ্যা এই রোগ হইসে এরকম কোন ইয়েনা ।

উত্তরদাতা: না না এরকম কোন ইয়ে নাতো । কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আপনের দেখা গেলো গরু খাইতেসে না । আমরা যাইয়া প্রথমে আগে এই থার্মোমিটার দিয়া তাপমাত্রা টেস্ট করি ।দেখা গেল তাপমাত্রা অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় মানে কম থাকে ,অনেকক্ষেত্রে আবার দেখা যায় বেশী থাকে

প্রশ্নকর্তা:হু হু

উত্তরদাতা: তখন এইগুলো মানে ব্যবহার করি

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা শুধু হচ্ছে থামোমিটার ইউস করা হয় এনিমেলের ক্ষেত্রে

উত্তরদাতা: হুম ।থামোমিটার ইউস করা হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা যেমন কোন একজ,কোন একটা ইয়া খামারির পশুকে আপনি গরু বা ছাগল যেটাই হোক ।তাকে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে এই রোগের জন্য ,এই সমস্যার জন্য কি এন্টিবায়োটিক দিতে হবে না ? এটা আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত

নেন?মানে যেহেতু এখানেই বসে থাকেন আর কি ,এ কারনে

উত্তরদাতা: কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যদিএহন ,এহন আপনের একটা গরু যদি খামারি এসে বলল যে আমার গরুটা এক জায়গায় লাফালাফি করার সময় এক জায়গায় কেটে গেসে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: তাহলে বলি ওটা অবশ্যই এন্টিবায়োটিক লাগবেই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: দেখা গেল আপনের একটা গরু মানে সাধারন একটু নাক দিয়া পানি পরতাসে বা ঠান্ডা ,নিউমোনিয়া এখনো হয় নাই । বা এমনিতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিক হালকা একটু বেশী আছে।তখন বলি এটা লাগবেনা।এটা এমনিতেই জ্বরের ট্যাবলেট খাওয়ায়লে এটা কেটে যাবে

প্রশ্নকর্তা:তো আপনার আরেকটা বিষয় জানার আমার খুব ইচ্ছা যে

উত্তরদাতা: হুম বলেন

প্রশ্নকর্তা:যার একট গরু আছে আর যার দশটা গরু আছে ।দশটা গরু মানে তার তো অনেক ইয়া ।ওখান থেকে মনে করেন ইনকাম সোর্চ আসে তার ।কিন্তু যার একটা গরু আছে ,কারা বেশী ইয়া আপনাদের সাথে যোগাযোগটা বেশী করে?ধরেন ভ্যাক্সিন দেয়া থেকে শুরু করে ওইযে গরুর

উত্তরদাতা: যোগাযোগ বেশী করে বলতে অনেক যাদের বড় বড় ফার্ম আছে ,তারা যোগাযোগ বেশী করে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: আমরা তো তত বড় ফার্মে যায় না ।আমরা দেখা যায় এলাকার ভিতরে ফার্ম অনেক কম।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: শহরের কাছাকাছি যেমন তাদের একটু ফার্ম হয়তো বেশী থাকতে পারে।আমাদের এখানে ফার্ম আছে কিন্তু অত বড় বড় ফার্ম নাই আর কি। ছোট বড় মিলে একটা বাড়িতে দেখা যায় ফার্মের চেয়ে মানে বাড়ি বাড়ি গরু পালে বেশী।মানে একটা বাড়িতে চারটা পাচটা বা তিনটা দুইটা এরকম করে গরু পালে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা: ওইখানে আমার বলে যে তারা যদি প্রয়োজন তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা: কি লাগবে বা কখন কি ভ্যাক্সিন দিতে হবে ।অনেক সময় ভ্যাক্সিন এর ক্ষেত্রে যোগাযোগ করে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তো এই যে ভ্যাক্সিন দেয়া,ভ্যাক্সিন তো মোটামুটি যদি দেয়া লাগে তাহলে আপনার সব ইয়ে গুলাকে দেয়ার প্রয়োজন হয়।একটা সীজনে

উত্তরদাতা: হ্যা ,সব ইয়েগুলোকে দেয়ার প্রয়োজন হয় ।হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:তো তাহলে এই প্রতিটা বাড়ি থেকেই তো আপনার কল আসার কথা ।মানে এইরকম কি আছে ?

উত্তরদাতা: না প্রতিটা বাড়ি থেকেই কল আসার কথা।তা ঠিক আছে ।কিন্তু আপনের আমাদের এলাকায় ডাক্তার অনেক।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: ডাক্তার শুধু আমাদের একার না অনেকডাক্তার আছে তাদের কল করে ,আমারেও কল করে ।

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা: মানে অনেক ।অন্য ডাক্তার যার সাথে যার মানে সর্ম্পক ভাল, তাকে কল করে সে

প্রশ্নকর্তা:তো এই যে আপনাদের কথা ওরা কিভাবে জানতে পারে?যে আপনি এখানে দোকান নিয়ে বসে আছেন ,যে আপনাকে কল দিবে এই জিনিসটা আর কি ।

উত্তরদাতা: জানতে পারে বলতে আমাদের এখানে দোকানে দোকানে খুব একটা ওষুধপাতি আমাদের নাই ।কিন্তু এহন আবার এলাকায় অনেক সময় ঘুরাঘুরি করি ।মোটরসাইকেল আছে একটা ছোটমোট।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: মোটরসাইকেলে ঘুরাঘুরি করি ।দেখা গেল যে বইলা আসতাম যে আমার দোকানটা ওইখানে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: একটা নাম্বার আছে বা কার্ড দিয়া আসলাম যে আপনের গরুর সমস্যা হইলে খোজখবর নিয়া যোগাযোগ করতে পারেন ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।মানে এতে আপনার প্রচারনাও হয়ে গেল।

উত্তরদাতা: হুম

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । তো আপনি কতটুকু এলাকা পর্যন্ত কভার করেন ?

উত্তরদাতা: কতটুকু বলতে আপনের ওই চারিদিকে পাচ কিলোর মত হবে ।পাচ কিলোর ওইরকম ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তো এক্ষেত্রে আপনার অন কল ডিউটি ,অনকলের ?দিনের ম্যাক্সিমাম কয়বার যাওয়া লাগে?

উত্তরদাতা: ম্যাক্সিমাম এর ঠিক নাই ।যেমন আজকের দিনের একটা কলও যায় নাই ।অনেকদিন আছে আবার দুইটা দিন দেয় ,একটা একরকম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।মানে এটা কোন ইয়া নাই ।

উত্তরদাতা: হ্যা লিমিট নাই ।

প্রশ্নকর্তা:লিমিট নাই ।আর আপনাদের যেহেতু ।যেহেতু আপনার বাবা এবং আপনি দুইজনেই বসেন ।তাইলে এক্ষেত্রে কাকে আসলে ফোন করে ? শুধু দোকানে ফোন করে? নাকি পারসনকে ফোন করে?

উত্তরদাতা: না পারসন ।আমার আব ,বাবাকে বেশী ফোন করে ।কারন উনি অনেক আগের থেকাই ট্রিটমেন্ট করে ।ওইক্ষেত্রে বাবার একটু গুরুত্ব বেশী ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা: যেমন আমার কাছে মনে হয় বয়স একটু কম

প্রশ্নকর্তা: হ্যা

উত্তরদাতা: এখন যত ট্রিটমেন্ট করি পাবলিক বলবে যে ,হে বাচ্চাপোলাপান কি বুঝব ?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।এরকমই ইয়া হয় ।কিন্তু ইয়া তারপরেও আপনার ইয়ে আগের তুলনায় অভিজ্ঞতা হইসে ।

উত্তরদাতা: হ্যা ।আগের তুলনায় অভিজ্ঞতা হইসে ।আগের তুলনায় মানে কল এখন একটু বেশী আসে ।যেমন ট্রিটমেন্ট করতে করতে এখন লোকের সাথে অনেক আগের চেয়ে একটু পরিচিত বেশী ।হয়ে গেসি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।তাহলে এই যে আয়া এন্টিবায়োটিকের দাম সর্ম্পকে একটু জানতে চাচ্ছি ।কি রকম দাম এগুলো,এন্টিবায়োটিক ?গরু বা মহিষ মানে প্রানীর এন্টিবায়োটিক যেগুলো আছে এগুলোর দামটা কিরকম পড়ে?

উত্তরদাতা: যেমন এন্টিবায়োটিক ইনজেকশনের মধ্যে আপনের আছে হইল প্রোনাফেন ।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: মানে পেনিসিলিন জাতীয় প্রোনাফেন (২৮:১৮) । আছে ।তারপর আপনার এস এস এফ থ্রি আছে।

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম

উত্তরদাতা: তারপর ট্রাইজন বেট তারপর মক্সাসিলিন (২৮:২৫),ট্যবলেটের মধ্যে আছেটিস্প্রিনেস

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা: তারপর এমোক্সাসিলিন এগুলা আছে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । দামটা কি রকম ? ওইটা জানতে চাচ্ছি ।

উত্তরদাতা: দাম কিছু আছে আপনার যেমন হাইয়ার এন্টিবায়োটিক গুলার দাম বেশী ।আবার যেগুলা নরমাল এগুলার দাম কম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তোএইযে এন্টিবায়োটিক যেহেতু এন্টিবায়োটিক কোর্স বলতেসেন ,আপনি ইয়া ।একটু আগে এন্টিবায়োটিক কোর্স সর্ম্পকে বললেন যে পাচদিন

উত্তরদাতা: কমপক্ষে তিনদিন ।

প্রশ্নকর্তা:কমপক্ষে তিনদিন বা পাচদিন এরকম ।তাহলে ওইক্ষেত্রে তাহলে তারা কিনতে পারে কি ?

উত্তরদাতা: কিনতে পারে বলতে,অনেকে কিনতে পারে,অনেকে আবার কিনতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে ওরা কি ,কতটুকু উপকার পাচ্ছে?এন্টিবায়োটিক ইউস করার ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:উপকার পাচ্ছে মানে ।অনেকেই উপকার পাইতেসে ।যেমন একটা করে যদি আপনের ট্রিটমেন্ট ।একটা পাওটা ভেঙে গেল বা কেটে গেল .পুড়ে গেল ওইখানে এন্টিবায়োটিক লাগবে ।তখন ওরা ব্যবহার করলে উপকার পায়তেসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কিন্তু ধরেন দামের তুলনায় কি তাদের কাজটা হইতেসে ?আপনার কি মনে হচ্ছে? মানে দামের তুলনায় ,যে দামে ওষুধ নিয়ে ওরা খাওয়াচ্ছে ,যেহেতু আপনি ও যাচ্ছেন ওইখানে ।সেই তুলনায় কি ওদের কাজটা কি হচ্ছে?টাকায় কি আসলে পোষায়তেসে ওদেরকে? কি মনে হয় কি আপনার?

উত্তরদাতা:সেই তুলনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ই করা হয়। যে কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে হ্যা তাড়াতাড়ি কাজ করতেসে ।অনেকেই আছে,কিছু আবার রোগ আছে যে অসুখ আছে ওগুলো....২৯:৫১... দিয়া মানে কাজটা হইতাসেনা।এক্ষেত্রে মনে করেন আপনের ওষুধের দামটা মনে করেন এখন যা আছে তার চেয়ে একটু যদি কম থাকে তাহলে আপনের খামারীরা অনেক সুবিধা পাবে ।আর আমরা যারা পল্লী চিকিৎসক ।আমরাও একটু ব্যবহার করে সুবিধা পাবো ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এক্ষেত্রে যে। সুবিধার কথায় থাকি ।যে ওরাতো নিচ্ছে ,নিয়ে আপনাকেও দেয়া লাগতেসে কিছু । যেহেতু আপনি বাড়ি যাচ্ছেন,ওদের বাড়িতে ।তাহলে এই একটা পরিমান ধরেন কত দেয়া লাগে এক কলের মধ্যে?ওদের?আনুমানিক?

উত্তরদাতা:এক কলের মধ্যে আনুমানিক বলতে আমরা যেমন একটা এম প্লাস একটা ইনজেকসন আছে এম কক্স ।এটা আপনার কিনা রেট হল একশ বত্রিশ টাকা ।এখন যদি আমাদের থেকে মনে করেন দুই কিলো বা তিন কিলোমিটার দূরত্বে আমরা একটা অনকলে

যায় ,তখন যদি আমরা একটা মোটর সাইকেল নিয়া যায় ,দিতে হবে অবশ্যই ।মোটরস্াইকেল নিয়ে গেলে আমাদের নিজস্ব একটা খরচ আছে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।সেটাতো অবশ্যই।

উত্তরদাতা:খরচ আছে এহন গিয়া যদি বলি ,হ্যা ভাই আমার ইনজেকশনটার দাম একশ বত্রিশ টাকা ।আমাকে একশ বত্রিশ টাকাই দেন ।তাহলে তো হবে না।ওইক্ষেত্রে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:ওইক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই বলতে হয় এটা দুইশ টাকা দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:দুইশ টাকা আড়াইশ টাকা দিতে হবে ,তারা এভাবেই দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তাহলে এখন ওই ইয়ে ইনজেকশনটা আপনি ছাড়া কি ওরা দিতে পারে?

উত্তরদাতা:দিতে পারে বলতে অনেক খামারি দিতে পারে ।অনেক খামারি দিতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।যারা দিতে পারে না তাদেরকে তো প্রতিবার ।এটা কিভাবে দিতে হয় ইনজেকসন গুলো ?

উত্তরদাতা: সেটাও কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা:মানে ফুলকোর্স যদি দেওয়া লাগে .তাহলে কিভাবে দেবে ওরা?

উত্তরদাতা:ফুলকোর্স দেওয়া লাগে আমরা মানে একের থেকে তিনদিন দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:এক থেকে তিনদিন

উত্তরদাতা:হ্যা

প্রশ্নকর্তা:তাহলে তো,তিনদিন কি পরপর ?

উত্তরদাতা:না না ।মানে একাধারে তিনদিন ।তিনের থেকে পাচদিন দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:মানে প্রথমদিন দিলাম ।দ্বিতীয় তৃতীয় দিন করে পাচদিন পর পর দিতে হবে ।

উত্তরদাতা:পাচদিন পর পর না ।মানে প্রথমদিন দিলাম ,দ্বিতীয় দিন,তৃতীয় দিন এভাবে

প্রশ্নকর্তা:মানে ওই আর কি পরে পরে করে ।

উত্তরদাতা:পরে পরে তিনদিন।তিনদিন দিলে অনেকক্ষেত্রে দেখাযায় বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আবার পাচদিন দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।একটানা তিনদিন দেওয়া লাগবে ধরেন ।তার মানে ওরা যারা দিতে পারে না নিজেরা ইনজেকসন ,খামারি। যে খামরি দিতে পারে না গরুকে ইনজেকসন ,তখন তো কোন ডাক্তার বা আপনার মত কাওকে ডাকা লাগে

উত্তরদাতা:হ্যা ডাকা লাগে ।

প্রশ্নকর্তা:তখন তাদের ক্ষেত্রে।তাদের ডাকা সম্ভব হয় কিনা ?

উত্তরদাতা:তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার এই ধরনের যখন এ প্রবলেম আমাদের ফেস করতে হয় ,তখন দেখা যায় আপনের একটা বাড়িতে যদি একদিন প্রথম যায় ,প্রথম গেলে যদি তিনশ টাকা ভিজিট নিই ।তারপরের দিন গেলে অবশ্যই তাদের ওইখান থেকে মনে করেন কিছু টাকা আমরা ছাড় দেয় । তা না হলে আমাদের দিয়ে চিকিৎসা করাবেনা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।কিছু ডিসকাউন্ট থাকে তাহলে

উত্তরদাতা:হুম

প্রশ্নকর্তা:তো এই ডিসকাউন্টের জিনিসটা তাহলে এটা ওরা কিভাবে জানল?ওরা তো প্রথমদিন যখন আমি ।যেমন ধরেন খামারি হইলাম ।আমি প্রথম দিনেই আপনার সাড়ে তিনশ টাকা দিলাম ।

উত্তরদাতা:হ্যা

প্রশ্নকর্তা:পরের দিন ও সেম ,যেহেতু ইয়াটা ইয়ে করতে হবে ।আপনাকে ডাকলাম ।বা বলেই দিলাম তখন যে কালকে ও আইসেন ।তখন সেইম ইয়াটা দেয়া লাগতেসে ।

উত্তরদাতা:না সেইম ইয়াটা দেয়া লাগতেসে ।আবার যদি মনে। প্রথমদিন আপনি সাড়ে তিনশ টাকা দিলেন ,তারপর ওষুধের দাম হইতো দুইশ টাকা হইতাসে।তাইলে আমার একশ পঞ্চাশ টাকা থাকতেসে ।ওইখান থেকে আমরা পরের দিন আমার যদি সাড়ে তিনশর জায়গায় আপনি তিনশ টাকা দেন বা আপনের আড়াইশ টাকা দেন ।তাইলেতো পঞ্চাশ টাকা থাকতেসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:এভাবে কাজ করি।

প্রশ্নকর্তা:সেক্ষেত্রে কি আপনার কখনো এরকম ফেইস করসেন যে ডাকার পরে ,একবার ডাকার পরে আর ডাকেয় নাই?

উত্তরদাতা:হ্যা । অনেক আছে এরকম ।

প্রশ্নকর্তা:অনেক আছে ।আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অনেকএরকম আছে।

প্রশ্নকর্তা:তখন আপনি কি করেন ? যেহেতু ফোন নাম্বার তো আপনার অলরেডি আসে এবং আপনি জানেন যে ওইটা দেয়া দরকার?

উত্তরদাতা:হ্যা ।আমাদের দেয়ার দরকার ।আমি অনেক সময় ফোন করি যে ভাই আপনার গরুতো এইরকম সমস্যা ছিল। আপনার তো তিনদিন দেয়া লাগবে।অনেকেই বলে না ভাই আমার গরু সুস্থ হইয়া গেসে দেয়া লাগবে না।পরে আমরা তো আর জোর করে দিতে পারি না ।আর আমরা যাই না আর কি।

প্রশ্নকর্তা:তখন আর কিছু বলেন না আপনি ?

উত্তরদাতা:না না না ।

প্রশ্নকর্তা:মানে যে দিতেই হবে ?এই জিনিসটা ইয়ে করেন না?

উত্তরদাতা:দিতেই হবে বলতে দিবে না তারা ।আমার যতটুকু বলা সম্ভব যে বলি ,হে ভাই আপনার এরকম সমস্যা হলে মানে নিয়মটা মানে একের থেকে তিনদিন দেওয়ার।আপনি একদিন দিলেন ,দুইদিন তো দেয়া লাগে এমনি ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:অনেকেই বলে হে তাইলে আসেন ।অনেকেই আবার বলে না আমি দিবো না ভাই ।আমার গরু সুস্থ হয়ে গেসে বা বিক্রি করে দিবো এরকম কথা বলে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা আচ্ছা ।তাইলে এরকম ও হয় যে তারা একবার ডাকার পরে আর ডাকে না ?

উত্তরদাতা:হুম । ডাকে না।

প্রশ্নকর্তা:এটা ।কি জন্য মনে হয় ডাকে না আপনাকে ?

উত্তরদাতা:কি জন্য মনে হয় ডাকে না বলতে অনেক খামরি যেমন কিছু কিছুখামারি যারা দরিদ্র।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা:ওদের টাকার প্রবলেম থাকে ,তারা ডাকে না ।অনেকে যাদের আবার টাকা পয়সার কোন প্রবলেম নাই তারা ডাকে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এরকম কি কখনো হয় যে তাদের টাকাপয়সাও আছে ,আবার ডাকতেসেওনা ?

উত্তরদাতা:এই রকম অনেকসময় হয়।

প্রশ্নকর্তা:এটা কেন করে ওরা ?

উত্তরদাতা:কেন করে বলতে ওদের হয়তো কি সমস্যা তারা নিজেরা বলতে পারবে হয়তো ।চিকিৎসা করাবে না নাকি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।যেমন ইয়া যদি যার টাকা নাই ,সেটা না হয় বুঝলাম যে টাকা না থাকার কারনে সে দিতে পারতেসেনা ।কিন্তু যাদের টাকাও আছে ,সামর্থ্য ও আছে।আবার সে দিতে চাচ্ছেনা ।আপনি বলে আসছেন তারপরে ও ? তখন সেটা ইয়া কিভাবে ব্যাখা করবেন আর কি ?

উত্তরদাতা: দিতে চাইতেসেনা বলতে এটা তারা একান্ত ব্যাক্তিগত ব্যাপার ।কি কারনে দিবে না সেটাতো আমি বলতে পারবো না

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:কি জন্য দেয় না ,আমরা তো বলে আসি যতটুকু সম্ভব

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:দিতেসে অহন তো এরা

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।এরকম কি হয় ইয়া তারা এই যে পুরা ডোস কিনে না ।অধের্ক ডোস কিনে নিয়ে যায় ? এই কি, না জিনিসটা দোকান থেকে বেশী কিনে ?মানে কি পরিমান কিনে নিয়ে যায় দোকান থেকে? দোকানে এসে আর কি যেহেতু আপনার দোকানেই আছে এখানে ।

উত্তরদাতা: হ্যা দোকান আছে।আমাদের দোকান আছে।কিন্তু আমাদের দোকানে তো খুব একটা ওষুধ নাই এমনিতে।আপনি তো সেটাই দেখতেসেনিই।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা ।

উত্তরদাতা:মানে আমরা অন কলে যায় আরকি ।আর দোকানে মানে স্যাম্পল কিছু ।একটা ঠিকানা আর কি যেহানে ওখানে গেলে ওদের পাওয়া যাবে ।এই হিসাবে আর কি বইসা থাকি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা কিন্তু দোকানে কি কোন ওষুধপত্র নিতে আসে কিনা ?

উত্তরদাতা:হ্যা অনেকসময় আসে।যেমন কৃমির ট্যাবলেট আছে,রুচির ট্যাবলেট আছে এগুলো নিতে আসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এই যে কৃমির ট্যাবলেট এর ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি ।এই কৃমির ট্যাবলেট যে লাগবে এই জিনিসটা কিভাবে নেয় ওরা ? কৃমির ট্যাবলেট কিভাবে দিতে হয় ?পশুকে বা একটা গরুকে ?

উত্তরদাতা:কিভাবে দিতে হয় বলতে আমরা বলি যে আপনের গরুটা আপনের প্রতি পচাত্তর দিন পর পর কৃমির ট্যাবলেট খাওয়াবেন।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:এটা বলে দিই ।অহন হে আসে পরে, জিগায় যে আপনের গরুর ওজন কতটুকু হবে ? আপনের গরুর কতদিনে কৃমির ট্যাবলেট খাওয়াইসেন?মানে চোখ টোখ দিয়া পানি পরে কিনা চোখের মানে ময়লা টয়লা জমে কিনা?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:....৩৬:০১..... কম হয় কি না?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:জিগাইলে তারপর যদি বলে এরকম হয় তাহলে বলি যে ....৩৬:০৮..... ডেইলি খাওয়ায়তে হবে।

প্রশ্নকর্তা:মানে ওরা এসে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে কৃমির ওষুধ দেন ।

উত্তরদাতা: হ্যা

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু এই যে কৃমির ওষুধ দেন বলল সেটা তখন আপনি সরাসরি দিচ্ছেন

উত্তরদাতা:সরাসরি দিতেসি বলতে আমি বলিযে আপনের এটার মানে গরুটার ওজন কতটুকু হবে

প্রশ্নকর্তা:হু হু ।ওইযে

উত্তরদাতা:বয়স কত ?বয়স কত আপনার চোখ দিয়া কোন পানি টানি বা কোন ময়লা টয়লা জমে কি না?

প্রশ্নকর্তা:মানে ওইগুলা জানতে চান প্রতিবারে?

উত্তরদাতা: প্রতিবারে আপনার রোগীর অবস্থা বুঝে ।অনেকেই আসে যে হে ভাই এসে বলে আমাকে দুইটা ট্যাবলেট দেন ।নাম ধরেই বলে অনেকেই ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:তাকে আবার দিয়া দিই ।তারপরে হে বাড়িতে নিয়া কি করে অহন হেই জানে

প্রশ্নকর্তা:হাহাহা আচ্ছা। কিভাবে খাওয়ায়তে হবে এই জিনিসগুলা কি ?

উত্তরদাতা:না এটা অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে জিগায়

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা: অনেকেই আবার জিগায়না ।

প্রশ্নকর্তা:যারা জিজ্ঞেস করে না তাদেরকে কি কোন কিছু বলেন কিনা?

উত্তরদাতা: না তাদের কিছু বলি না।

প্রশ্নকর্তা:কিছু বলেন না যে

উত্তরদাতা:অবশ্যই সে নিয়ম জাইনা সে ট্যাবলেটের নাম জিগাইতেসে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা ।হে তো এই রকম আপনি ওষুধ দেয়ার সময় কোন চিকিৎসা দেয়ার সময় আর কি ,তখন কোনটাকে বেশী প্রাধান্য দেন?এন্টিবায়টিকটা বেশী প্রাধান্য দেন অন্য যেঅন্যান্য যে এন্টিবায়টিক ছাড়াতো অন্য ওষুধ আছে ,ভেটেনারির ?ওই ওষুধগুলাকে বেশী প্রাধান্য দেন না এন্টিবায়টিকটাকে বেশী প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিকটাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কেন এটা কেন এন্টিবায়টিক বেশী প্রাধান্য দেন?

উত্তরদাতা:কেন বলতে এটা আপনার কাজ ভাল করে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কিরকম তাহলে মানে কিভাবে কাজটা ভাল করে বা কিভাবে মানে কেন আপনি ঐ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে একে আমি এন্টিবায়টিকটাই প্রাধান্য দিয়ে চিকিৎসা করব?

উত্তরদাতা: প্রাধান্য দিয় আপনার যদি একটা করে যদি আপনার যে পাও টা ভেঙ্গে গেলো বা কেটে গেলো, পুড়ে গেলো এক্ষেত্রে এন্টিবায়টি তো ব্যবহার লাগবেই ।ওটাতো এন্টিবায়টিক ছাড়া হয় না ।

প্রশ্নকর্তা:মানে নরমাল ওষুধে হবে না?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ঐক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক দিতেই হবে ?

উত্তরদাতা:হুমযেমন আপনি গরু যে ওলান প্রদাহ একটা ওলান প্রদাহ আছে ।এইক্ষেত্রে আপনার এন্টিবায়টিক লাগবেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতা: আপনার লোক?

প্রশ্নকর্তা:না?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।ওই নরমাল যে ওষুধগুলো এন্টিবায়টিক ছাড়া যে ওষুধ গুলো আছে। এবং এন্টিবায়টিকওষুধ এই দুইটা ওষুধের মধে কাজের কোন পার্থক্য আছে কি না?মানে উপকারে বা দুইটা ওষুধ এর মধ্যে কোন পাথর্ক্য আর কি।

উত্তরদাতা: পাথর্ক্য বলতে আপনের এক একটার তো এক এক কাজ। যেমন আপনের এন্টিবায়টিক এর এক কাজ করবে আর আপনের এন্টিবায়টিক ছাড়া যে অন্য ওষুধ .....৩৮:৩৩.....ওগুলো আরেক কাজ করবে ।

প্রশ্নকর্তা:তো পাথর্ক্য কোন জায়গায় ?দুইটাই তো কাজ করে?

উত্তরদাতা:হুম

প্রশ্নকর্তা:তাহলে পাথর্ক্য কোন জায়গায় কেন আপনি এন্টিবায়টিক প্রাধান্য দিয়ে এইখানে চিকিৎসা করতেসেন ?দেখা যাচ্ছে

উত্তরদাতা:কাজ করে বলতে যখন আগে আমি একটার,গরুর যখন আপনের দেখা যায় যে আপনের খাবারের রুচি কম ,তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বায়োলেক ট্যাবলেট ব্যবহার করি । এসটামেবেট পাউডার আছে ওগুলা ব্যবহার করি।ওইখানে যদি আমার এন্টিবায়টিক ব্যবহার করি তাহলে তো হবে না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।ওইক্ষেত্রে আবার এন্টিবায়টিক চলবে না?

উত্তরদাতা: না চলবে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে এন্টিবায়টিক চলবে হচ্ছে যেটা বললেন কাটা ছিড়া বা ভাঙ্গা

উত্তরদাতা:কাটা ছিড়া ভাঙ্গা মোচকানো তারপরে আপনের

প্রশ্নকর্তা: পোড়া

উত্তরদাতা পোড়ার ক্ষেত্রে তারপরে আপনের জরায়ুতে গা হয়।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:তারপরে আপনের দেখা গেল আপনের অনেক সময় দেখা যায় পচে যায় ।ওই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:তারপরে আপনের ওলান প্রদাহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় ।এই সমস্ত আর কি ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:তারপরে আপনের নিউমোনিয়া ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।মানে এটা রোগ অনুসারে ?

উত্তরদাতা :রোগ অনুসারে ব্যবহার করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা পাথর্ক্য হচ্ছে তাহলে দুইটা ওষুধের মধ্যে ,পাথর্ক্য কোন জায়গায় তাহলে ? আমি ঠিক বুঝলাম না আর কি ।মানে দুইটাই তো একি কাজ করতেসে?

উত্তরদাতা:না ।দুইটাই তো এক কাজ করতেসে না।

প্রশ্নকর্তা: না। একটা দিলাম ওষুধ ।নরমাল ওষুধ ।সেটাওতো কাজ করতেসে আবার এন্টিবায়টিক দিলাম এন্টিবায়টিক ও কাজ করতেসে তাহলে দুইটার মধ্যে পাথর্ক্য কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা:পাথক্য বলতে আপনার দেখা গেল আপনের যেটা বললাম রুচির ক্ষেত্রে আপনের তো এন্টিবায়টিক দেয়া চলবে না ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:এটাতো আপনের এন্টিবায়টিক ছাড়া যেমন রুচির ক্ষেত্রে আমরা রুচির যে ট্যাবলেট আছে যেমন এরারেক্সন আছে।বায়োলেক ট্যাবলেট আছে,তারপর এসটামেবেট পাউডার আছে এগুলা খাওয়ায় ।যেমন একটা গরু আপনের কেটে যাবে পুড়ে যাবে তখনতো আর ওগুলো দিলে চলবে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । এক্ষেত্রে পাথর্ক্য।তো যখন আপনের কাছে কেউ এন্টিবায়টিক মানে এমন কেউ আসল এন্টিবায়টিক এর নাম ধরে চাইল ।ওইটাতো কৃমির ওষুধ চাইল আপনি দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু কোন ইয়া ভেটেরনারির এন্টিবায়টিক এসে চাইল নাম ধরে ।তখন প্রেসক্রিপসন ছাড়া আসল,তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:প্রেসক্রিপসন ছাড়া আসলে বলি যে আপনের কি সমস্যা হইসে মানে কোন ডাক্তার ট্রিটমেন্ট করতেসে ? অনেক সময় জিগায় ,অনেকে আছে আবার জিগাইল আপনের কাছে আছে কি না ,মনে হয় নাই।অনেক সময় বলি হে আছে। থাকলে দিয়া দিই।না থাকলে না করে দিই।

প্রশ্নকর্তা:মানে ধরেন অনেক সময় আপনি সরাসরি দিয়ে দিচ্ছেন যে এন্টিবায়টিক চাইতেসে আর আপনি দিয়ে দিচ্ছেন ।তো যখন এন্টিবায়টিক চাইবে তখনি দিয়ে দিচ্ছেন যদি আপনার কাছে থাকে?

উত্তরদাতা:হুম যদি থাকে।(৪০:০৩)

প্রশ্নকর্তা:তখন কি আর কোন নির্দেশনা দেন সাথে ?

উত্তরদাতা:এখন যারা এন্টিবায়টিক চাইতে আসে অনেক তারা হয়তো অবশ্যই অন্য কোন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে আসছে।বা তাদের ....৪১:১৩..... আছে ।তারা এইরকম থাকতে পারে বাড়িতে । আমরা ওষুধ দিলাম নাম জিগাইলে যদি বলি অনেকসময় বলি হে এটা কি সমস্যা হইসে? বা কোন ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করতেসে?তাদের রোগে তাদের যদি দেখা যায় যে ,বললে তাদের শুনলে তারা বলি।না বললে দেখা যায় যে অবশ্যই চাইতেসে ,থাকলে দিয়া দিই ।না থাকলে বলি যে আমার কাছে নাই আপনি অন্য জায়গায় দেখতে পারেন ।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু আপনার এইদোকানে কি এন্টিবায়টিক চাইতে কেউ আসছে?এ পর্যন্ত আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিক চাইতে মানে অনেক সময় হঠাৎ করে আসে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।মানে এর পরিমান টা কি রকম.?এন্টিবায়টিক যে নিজেরাই কিনতে আসে আর কি?

উত্তরদাতা:কম ।খুব কম।

প্রশ্নকর্তা: খুব কম না আচ্ছা ।তো আমি আরেকটা বিষয় ,এতক্ষন ধওে তো আমরা এন্টিবায়টিক নিয়ে কথা বলতেসি এন্টিবায়টিক ওষুধ।এ এন্টিবায়টিক ওষুধটা কি ধরনের ওষুধ একটু বলবেন ? মানে আমি জানতে চাচ্ছি এন্টিবায়টিক ওষুধটা কি ধরনের ওষুধ?কিভাবে কাজ করে এটা ?

উত্তরদাতা:কিভাবে কাজ করে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক ওষুধটা কিভাবে কাজ করে?

উত্তরদাতা: এটা অনেক মানে গুরুত্বপূর্ন ভাবে কাজ করে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা সব ওষুধই তো গুরুত্বপূর্ন হিসেবে কাজ করে।এটার গুরুত্বটা কি রকম?মানে কোন দিক দিয়ে এটা গুরুত্বপূর্ন ?

উত্তরদাতা:কোন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ন ?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।মানে নরমাল ওষুধও তো গুরুত্বপূর্ন ?।ইয়া করতেসে ।হাহলে এন্টিবায়টিক কেন গুরুত্বপূর্ন ?

উত্তরদাতা:এটা তো সঠিক আমার মনে নাই...৪২:৪৭....

প্রশ্নকর্তা:হ্যা?

উত্তরদাতা: এটা মনে নাই তো ।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা ।তো তাহলে এন্টিবায়টিক ওষুধটা কি ধরনের ওষুধ? এটা যদি বলেন

উত্তরদাতা:কি ....৪২:৫৭....?

প্রশ্নকর্তা:জানতে চাচ্ছি এন্টিবায়টিক ওষুধটা কি ধরনের ওষুধ?

উত্তরদাতা:কি ধরনের ওষুধ মানে?

প্রশ্নকর্তা:মানে আমি যদি বলি এক কথায় এন্টিবায়টিক কি?

উত্তরদাতা:বুঝতেসিনা একটু ইয় করেন ।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে কি আবার ইয়ে জানতে চাইব্ ইয়েটা?

উত্তরদাতা:মানে এন্টিবায়টিকটা কিভাবে কাজ করে?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিকটা মূলত আপনের ওই বিশেষ বিশেস রোগের ক্ষেত্রে আপনের হান্ড্রেড পারসেন্ট কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:দেখাগেল আপনের নাভি পাকা থাকে।তারপর ওলান প্রদাহ .মাস্টাইটিস

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:তারপর আপনের জরায়ু প্রদাহ

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: তারপর আপনের দেখা গেল আপনের এই অনেক সময় কিছু কিছু গরুর ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার প্রসাবের সাথে রক্ত আসতেসে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:তারপর আপনের পায়খানার সাথে রক্ত আসে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:তারপর আপনের এই ছোট বাচুরের যে নাভি পাকা হয়বা এই কাফস্কিবার (৪৩:৪৮) বলে এগুলো সমস্যার ক্ষেত্রে আপনার এন্টিবায়টিক অনেক কাজ করে।কার্যকরি ভূমিকা পালন করে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।এটা হচ্ছে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে বললেন ? তো কোন গ্রুপের ওষুধটা বেশী ভাল কাজ করে?এন্টিবায়টিক যে গ্রুপ একটা আছেঐ গ্রুপের কোন গ্রুপের ওষুধটা ভাল মত কাজ করে?

উত্তরদাতা:পেনিসিলিন

প্রশ্নকর্তা:পেনিসিলিন আচ্ছা ।পেনিসিলিন গ্রুপের ওষুধগুলা ই ইয়ার জন্য বেশী কার্যকর ।

উত্তরদাতা:হুম

প্রশ্নকর্তা:এরকম আর কি কোন ওষুধ আছে পেনিসিলিন ছাড়া?এন্টিবায়টিক

উত্তরদাতা:পেনিসিলিন ছাড়া আপনের যেমনি

প্রশ্নকর্তা:পেনিসিলিন ছাড়া আর কোন ইয়া আছে কিনা?

উত্তরদাতা:পেনিসিলিন ছাড়া আপনের যেমন ইয়া এ্ই ইনজেকসন তাহলে বিভিন্ন প্রকার আছে ।যেমন ট্রাইলোপিসিভোল্ট আছে।তারপর আপনের এস এস এফ থ্রি

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:তারপরে এসিমোক্স ,এমফক্স (৪৪:৫৩)

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এগুলো ভাল কাজ করে।

উত্তরদাতা:হুম

প্রশ্নকর্তা:ঠিক আছে ।আচ্ছা।একটু আগে আমরা জানসি এন্টিবায়টিকের মানে প্বার্শপ্রতিক্রিয়া থাকে কিনা ?মানে প্বার্শপ্রতিক্রিয়া মানে সাইড ইফেক্ট সম্পর্কে জানসি কিন্তু আমি আর কিছু জানতে চাচ্ছি এন্টিবায়টিকের সাইড ইফেক্ট আছে কি না?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিকের সাইড ইফেক্ট অবশ্যই আছে।

প্রশ্নকর্তা:কি রকম হইতে পারে?

উত্তরদাতা:কি রকম হয় যদি একটা দেখা গেল একটা গরুর আপনের লাগবে হইলে পাচ এম এল।ওখানে দশ এম এল যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা গেসে মানে শরীর টরির ফুলে যাইতে পারে বা আপনের অসুখ সারা অংশেঅনেক বা্ইড়া যেতে পারে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম

উত্তরদাতা:তারপর দাড়াইতে পারবেনা ।পাও টাও লেংড়াবে ।মাথা ঘুরাইতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে উপকার করতে গিয়ে তো আরেকটু অপকার হয়ে গেলো।

উত্তরদাতা: অপকার হয়ে গেলো।

প্রশ্নকর্তা:তাহলে এক্ষেত্রে মোকাবিলা কিভাবে করবে?ওরা? খামারিরা?

উত্তরদাতা:খামারিরা?

প্রশ্নকর্তা:হুম । যেহেতু খামারিরইতো গরু।

উত্তরদাতা:হুম ।যদি এধরনের সমস্যা অনেক সময় যদি হয়ে থাকে বা হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তখন আমার বড় ...৪৫:৪৯..যে স্যার আছে তাদের সাথে বা অন্য যারা অনেক অভিজ্ঞ অনেক বড় ডাক্তার আছে।অনেক আগে থেকে ট্রিটমেন্ট করে পল্লী এলাকায়।তাদের সাথে যোগাযোগ করি যে এরকম সমস্যা হইসে এহন কি করা যাইতে পারে?

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তখন এক্ষেত্রে কি ওই খামারি আপনাকে কখনো ব্লেম করে কি না?

উত্তরদাতা: না খামারি আমাদের এই রকম কি। হয়না মানে হয় না বলতে আমরা তো দেখা যাইতেসে আমরা গরুর মানে অবস্থা দেখে বুঝতে পারি যে এটার কতটুকু লাগবে আর কি ।মানে আমরাই পল্লী এলাকার চিকিৎসা করি।আমরা তো আর মানে বই টই পড়ে বা লিখে এরকম কোন বড় ডাক্তার না যে আমরা এম বি বি এস হইসি বা এ্ই ....৪৬:২২....। আমরা পল্লী এলাকার চিকিৎসা করি মানে আমরা দেখতে দেখতে আমরা একটা অভ্যস্ত হয়ে গেসি আর কি ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা:এরকম ভুল আমাদের অনেক কমই হয় আর কি।

প্রশ্নকর্তা:মানে আপনাদের একাডেমিক ইয়ার চেয়ে প্র্যাকটিকাল নলেজটা অনেক বেশী আর কি।

উত্তরদাতা:হুম

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তো এই যে এন্টিবায়টিক রেসিসটেন্স এইটা সম্পর্কে আপনি জানেন কি না বাশুনসেন কি না?

উত্তরদাতা: না না

প্রশ্নকর্তা:এটা সম্পর্কে শুনেন নাই । আচ্ছা। তো আমি জানতে চাইব কিধরনের ইয়া ,সমস্যা ?যদিও আগে আরেকবার আগে আমাদের আলোচনা হইসে একটু আগে । এই ব্যাপারটা নিয়ে।যে যখন খামারিকে কিভাবে কিকি চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হইতে হয় যে সঠিকভাবে এন্টিবায়টিক ডোসটা ফিল আপ করার জন্য?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জ বলতে অনেক সময় দেখা যায় আপনের গরু এই জ্বরের ..৪৭:১৫... এফএম ডি জ্বরটারে

প্রশ্নকর্তা:হুম হুম

উত্তরদাতা:এন এম ডি হয়।

প্রশ্নকর্তা:হুম ।

উত্তরদাতা:তারপর আপনের দেখা যায় যে ওই গলা ফোলা রোগ হয়।তারপর আপনের অনেক সময় দেখা যায় বাদলা রোগ হয়

প্রশ্নকর্তা:হুম।

উত্তরদাতা:তরকা হয়

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা:এগুলো চ্যালেঞ্জ সে মোটামুটি পড়তে হয়।

প্রশ্নকর্তা: মানে এগুলো হচ্ছে যে ওষুধ দিচ্ছে মানে আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ আর কি ।এগুলোর চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ।তো আমি জানতে চাচ্ছি খামরি নিজে ঠিকভাবে যে ওষুধটা খাওয়াবে ।আপনি বলে আসলেন তিনদিন বা সাতদিন খাওয়ায়তে ।

উত্তরদাতা:হুম।

প্রশ্নকর্তা:কিন্তু তার জন্য কি চ্যালেঞ্জ হয় ওই তিনদিন বা সাতদিন খাওয়ানোটা?কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়? ওই পুরা করার জন্য?

উত্তরদাতা:তিনদিন সাতদিন খাওয়ানো অনেকসময় দেখা যায় ,কিছু কিছু রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের বলে যে ,খামারি যদি বুঝইলে যদি বুঝে যে হে আমাকে তিন দিনই দিতে হবে ।বা অনেকসময় আমাদের যাইতে বলে।

প্রশ্নকর্তা: হু হু।

উত্তরদাতা:আবার কিছু কিছু গরু আছে মানে ওষুধ খাওয়ায়তে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা:কোন ইনজেকসন দিয়া দিতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উত্তরদাতা:তারপর দেখা গেল আপনের এই ,আবার কিছু খামারি আছে টাকার খুব অভাব তারা তিনদিন চিকিৎসা দিতে পারে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তো এরকম কি আছে যে এন্টিবায়টিক ইনজেকসন ।ইনজেকসন দিতে হইলে আপনাকে য্াইতে হবে কিন্তু ওষুধ তো ওরা খাওয়ায়তে পারে এটার কোন অপশন আছে কি না ?ব্া ওরা চাই কি না?আপনার কাছ থেকে?

উত্তরদাতা:অপশন আছে বলতে অনেক সময় মানে কিছুকিছু খামরি আছে তারা খাওয়ায়তে পারে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।

উত্তরদাতা:আবার কিছু খামরি খাওয়ায়তে পারে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কিন্তু যে ওষুধের মানে ইনজেকসনের বদলে আমি ওষুধ চাচ্ছি।ওষুধ কিনলে তো আপনারার যাওয়া লাগবে।

উত্তরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা:মানে একটা ডাক্তার

উত্তরদাতা:অনেকে চাই ,এমনে অনেকে চাই যারা মনে করেন গরুরে খাওয়ায়তে পারে অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় গরু যদি অনেক পাজি থাকে ।

প্রশ্নকর্তা:হু হু ।

উত্তরদাতা:যদি না খাওয়ায়তে পারে তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে আমি ওষুধতো ভাই খাওয়ায়তে পারতেসিনা আপনি আসেন ।এসে আপনি ইনজেকসন দিয়ে যান ।

প্রশ্নকর্তা:ওহ! তার মানে হচ্ছে ইনজেকসন হচ্ছে ঐ ওষুধের বদলে ও ট্যবলেটের বদলেও ইনজেকসন দেয়া হয়।

উত্তরদাতা:হুম ইনজেকসন দেয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তাইলে কি সব ওষুধেরই ইনজেকসন আর ট্যাবলেট দুইটায় আছে?

উত্তরদাতা:সব ওষুধ বলতে এটা সঠিক বলতে পারলাম না ।থাকতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তাহলে আপনারা কোনটা বেশী ইউস করেন?এই চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে আপনি কোনটা বেশী ইউস করেন? যে

উত্তরদাতা:চিকিৎসা দেয়ারক্ষেত্রে আমি ইনজেকসন বেশী ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:ইনজেকসন ।এতে সুবিধা কোনটা?

উত্তরদাতা:সুবিধা কোনটা দেখা যায় আমার এখন দেখা গেল একটা গরুর যদি আপনের বিভিন্ন রকম সমস্যাই তো হয় ।যদি ইনজেকসন দিলে আপনের যদি দেখা যায় চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ভাল হয় ।আপনার ট্যাবলেট খাওয়ায়লে দেখা যায় একদিন বা দুইদিন বেশী সময় লাগতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । একটা সময়ের ব্যাপার আছে এখানে ।তাহলে এত আপনার সুবিধাটা কোন জায়গায়?মানে লাভ বা

উত্তরদাতা:আমাদের সুবিধা এই জায়গায় যেখানে একটা দোকান থেকে যদি একটা ট্যবলেট যদি আমরা দশ টাকায় বেচলাম

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা:বাড়িতে একটা ইনজেকসন দিলে আমাদের ধরেন বিশ টাকা দিলো।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:এক্ষেত্রে

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা ।হ্যা ।সেটাতো অবশ্যই যে বাড়ি গিয়ে যদি দেন আপনার নিজের একটা ইয়ে আছে।

উত্তরদাতা:হুম ।নিজের একটা ইয়ে আছে ।আর যদি আপনার বাড়িতে গেলাম ।অহন একটা বাড়িতে গেলে ওর পাশের অন্য বাড়িতে দেখল যে অমুকে ডাক্তারি করে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:অন্য নরমাল কোন সমস্যা হইল বা যে কোন ইয়া হইল আমাদের আগে জানাবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা

উত্তরদাতা:এই আর কি সুবিধা।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ,হইতে পারে যে ,হয়তো যেহেতু আপনি ওষুধটা হচ্ছে আরো একদিন পরে কাজ করে ।

উত্তরদাতা:হুম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তাহলে আমি এব্যাপারে এবার হচ্ছে নীতিমালা সর্ম্পকিত ব্যাপারগুলো একটু জানব যে ,আপনাদের এখানে কোন পর্যবেক্ষক এন্টিবায়টিক পর্যবেক্ষক সংস্থা আছে কি না?দেখতে আসে কিনা?

উত্তরদাতা:না নাই। নাই ।

প্রশ্নকর্তা:নাই না? সরকারি কোন নীতিমালা আছে,এন্টিবায়টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:সরকারি কোন নীতিমালা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের এইখানে ওইভাবে আসে নাই ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ওইটাতো পর্যবেক্ষক সংস্থা আসে নাই ।কিন্তুনীতিমালা আছে কি না সরকারিভাবে?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নকর্তা:নাই না ?মানে

উত্তরদাতা:থাকলে হয়তো পশু হসপিটালে থাকতে পারে ।কিন্তু আমাদের সাথে এই কোন..... ৫০:৪৬.....কথাবার্তা বলে নাই

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।মানে আপনার এই সম্পর্কে জানা নেই?

উত্তরদাতা:হুম। জানা নেই বলতে মানে আমাদের এখানে আসে নাই আমার সাথে কেউ কখনো আলাপ করে নাই যে এরকমভাবে ব্যবহার করতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।কারন আপনি তো তিন বছর ধরেই করতেসেন ।

উত্তরদাতা:হুম ।

প্রশ্নকর্তা:আর এরকম কি কখনো হইসে যে আপনার নিজের মনে হয় কি না এন্টিবায়টিক ব্যবহারের জন্য কোন প্রয়োগবিধির জন্য নীতিমালা থাকা দরকার?

উত্তরদাতা:নীতিমালা অবশ্যই থাকা দরকার।

প্রশ্নকর্তা:কেন নীতিমালাটা থাকা দরকার?

উত্তরদাতা:নীতিমালা থাকা দরকার আপনের যদি দেখা গেল একটা গরুর আপনের এই লাগবে আপনার ধরেন দশ এম এল , ওইহানে যহন মনে করেন পনের এম এল বা বিশ এম এল দিই ।তাইলে আমার গরুর ক্ষতি হইতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।সেটাতো ক্ষতি হতে পারে।

উত্তরদাতা:এখানে দেখা যায় খামারি মনে করেন লাভজনক হওয়ার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ বেশী হল।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:ওইক্ষেত্রে আমাদের ডাক্তারিও থাকবেনা ,ওষুধের ব্যবহারও থাকবেনা।

প্রশ্নকর্তা:এজন্য নীতিমালা থাকা দরকার।

উত্তরদাতা:অবশ্যই থাকা দরকার।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা সেটা অবশ্যই ঠিক আছে।সেক্ষেত্রে ।আচ্ছা তাহলে এরকম কি কখনো হয় যেহেতু আপনাদের এখানে আপনি নিজেই বলসেন যে ভেটেনারির অনেক চিকিৎসক আছেএখানে যে আপনার মত।

উত্তরদাতা:হু

প্রশ্নকর্তা:তো এখানে কি কখনো এরকম হয় অযৌক্তিকভাবে ওরা এন্টিবায়টিক দিয়ে যাচ্ছে? মানে দরকার নাই রোগীর জন্য

উত্তরদাতা:অযৌক্তিকভাবে হয়তো দিলে দিতে পারে ।এটা সঠিক বলতে পারব না। দেখা গেল একটা ডাক্তার আপনের এখান থেকে পাচ কিলোমিটার দূরত্বে একটা কলে গেল

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা

উত্তরদাতা:যাইয়া দেখতাসে এহন একটা এন্টিবায়টিক লাগবে না ।না লাগলে গরু হয়তো সুস্থ হবে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:এখন যদি সুস্থ হয় দেখা গেল যে আপনার টাকা হয়তো,টাকা চাবে পাচশ। হে দুইটা ট্যাবলেট দিলাম টাকা দিবো বিশ টাকা বড়জোড়।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা:ওই ক্ষেত্রে মনে হয় ব্যবহার করতে পারে হেরা।

প্রশ্নকর্তা:তার মানে করার চান্স আছে?

উত্তরদাতা:হুম করার চান্স আছে।

প্রশ্নকর্তা:ওইটা হচ্ছে নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য ।যেহেতু সে পাচ মাইল দূরে যাচ্ছে।

উত্তরদাতা:হুম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তো এই যে এন্টিবায়টিক লেখার ক্ষেত্রে তাহলে যে আথির্ক নিজের আথির্ক লাভটাকে প্রাধান্য অনেক সময় দেয় এরা?

উত্তরদাতা:হুম হুম ।দেয়।

প্রশ্নকর্তা:দেয়। তো এছাড়া আপনার কি মনে হচ্ছে ? এই যে ভোক্তার অধিকার বলে একটা জিনিস আছে , এটা সম্পর্কে আপনি জানেন কি না?মানে ক্রেতার অধিকার।

উত্তরদাতা:ভোক্তার অধিকার দেখা গেল আমাদের এখানে যদি অনেক যে কাস্টমার আসে বা তারা দেখা যাচ্ছে ওষুধের দাম দশ টাকা

প্রশ্নকর্তা:হুম

উত্তরদাতা:এহন ওটা আপনার দশ টাকায় বিক্রি করতে হয় ।যদি প্রয়োজন মানে প্রয়োজন সহকারে যদি নয় টাকা রাখা চলে ,তাহলে আমাদের অবশ্যই দোকানদার হিসেবে নয় টাকা রাখতে হবে । বা ডাক্তার হিসেবে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তাইলে দেখা গেল এমন একটা ওষুধ যে দশ টাকা থাকে ,ওটা বার টাকায় বিক্রি করি তাহলে তাদেরকে হইলো না ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তাইলে একদিন আসলে পরের দিন আর আসবেনা আমাদের দোকানে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা মানে তার মানে এইখানে ওই লেনদেনের ব্যাপারটা আছে বলতেসেন যে ভোক্তার অধিকার।

উত্তরদাতা:হুম

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এই যে এন্টিবায়টিক লেখার ক্ষেত্রে ,প্রেসক্রিপসনে লেখার ক্ষেত্রে বা ওদেরকে বলার ক্ষেত্রে বা মুখে মুখে দেয়ার ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক ।এক্ষেত্রে কিভাবে বললে ওরা আরো সঠিকভাবে নিয়মনীতি পালন করে এন্টিবায়টিক খাওয়াবে বলে আপনার মনে করেন? আপনি আর কি ? যেহেতু অনেক বছর ,কয়েক বছর ধরে আপনি ইয়া করতেসেন ।তো আপনার কি মনে হচ্ছে দেখে?

উত্তরদাতা:কিভাবে বলতে যারা মনে করেন মূলত যারা একটু শিক্ষিত আছে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:বা শিক্ষিত না থাকলেও যেমন তাদের ভিতরে যে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনের বুঝাইলে তা ও অনেকে বুঝে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।

উত্তরদাতা: অনেকে বুঝাইলে বুঝে না যে না এভাবে আমরা খাওয়ামোনা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:খাওয়ায়লে আমাদের অনেক টাকা যায় বা .....৫৪:০০..... ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।তো ওই আর কি আপনি একটু আগে বলসিলেন । পঞ্চাশ পারসেন্ট খাওয়ায় ঠিকভাবে ।পুরা এন্টিবায়টিক কোর্সটা ফিল আপ করে । আর ফিফটি পারসেন্ট করে না।

উত্তরদাতা:করে না।

প্রশ্নকর্তা:তো এই যে ফিফটি পারসেন্ট যারা করে না তাদেরকে আমরা কিভাবে এই আওতায় নিয়ে আসবো ? আসতে পারে আর কি?

উত্তরদাতা:তাদেরকে এই আওতায় নিয়ে আসতে হলে সরকারে পদক্ষেপ নিতে পারে ।সরকারি যারা বড় বড় ডাক্তার আছে তারা যদি ফার্মে এইসে বলে যে ভাই এরকম তো আসলে হয় না । এন্টিবায়টিকের একটা নিয়ম আছে ।বা তিনদিন বা পাচদিন এরকম খাওয়াইতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা:হুম ।

উত্তরদাতা:মানে সরকার থেকে যদি পদক্ষেপ গ্রহন করে তাহলে অবশ্যই সম্ভব।

প্রশ্নকর্তা:এটা এসে বলতে বললেন কিন্তু প্রেসক্রিপসনে কিভাবে লিখলে ওরা শুনবে?প্রেসক্রিপসনে কিভাবে লিখতে পারি ওই জিনিসটা?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপসনে হয়ত কিভাবে লিখব এটা ।এটা আসলে লিখলে হয়তো সম্ভব হবে না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:তাই ..৫৪:৪২.... লেখার চাইতে যদি সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয় যে ফার্মে ফার্মে আইসা বলল ,সরকারি সময় নিয়ে মানে প্রতিমাসে না পারুক ,নে এক মাস বা দুইমাস পরপর একটু এলাকা দিয়ে ঘুরল ।দেখা যায় ঘুরার পর যদি বলে যে

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা:এরকম সমস্যা । আসলে এন্টিবায়টিক খাওয়ানোর নিয়ম তিনদিন ।আপনি একদিন খাওয়াইতেসেন বা এর পরবর্তীতে বড় সমস্যা হতে পারে ।বিভিন্ন পদক্ষেপ যদি সরকার থেকে গ্রহন করে।তাহলে সবার পক্ষে(৫৫:০৩) সম্ভব।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । কিন্তু আপনি বলতেসেন লিখে সম্ভব না জিনিসটা?

উত্তরদাতা:না লিখে সম্ভব না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা তো আপনার কি মনে হয় এই যে এন্টিবায়টিক ইয়া ড্রাগ দেয় ,ওষুধ দেয়,এরকম কোম্পানিগুলো কি কোনভাবে এই যে খামারিদেরকে প্রভাবিত করতে পারে?যে ওই এন্টিবায়টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:খামারিদেরকে প্রভাবিত হয়তবা করতে পারে।কিন্তু আমার জানামতে নাই।যেমন সখীপুর উপজেলা হসপিটালে ওইখানে তো মনে করেন অনেক যারা যারা কোম্পানির চাকরি করে,ওরা ওইখানে থাইকা ওখানে যারা আশেপাশে খামারি তাদেরকে হয়তো বলতে পারে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:আমাদের এখানে এসে যে কোন ফার্মে বা কোম্পানি বলাটা হয়তো আমার জানামতে বলে নাই আর কি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।মানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলে নাই।

উত্তরদাতা:বলে নাই।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।কাস্টমারদের কে ইয়ে করে নাই কিন্তু আপনাদের সাথে হইসে।

উত্তরদাতা:হু।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। তাহলে আমি আরেকটু জানতে চাইব যে এন্টিবায়টিক নেয়ার ক্ষেত্রে কোন জায়গায় যেতে এরা বেশী পছন্দ করে ?

উত্তরদাতা:এন্টিবায়টিক নেয়ার ক্ষেত্রে আপনার দেখা গেল যারা

প্রশ্নকর্তা:সরকারি প্রতিষ্টানে যায় বেশী না বেসরকারিতে মানে এরকম দোকানে?

উত্তরদাতা:না সরকারি বেসরকারি ওইটা কোন বিষয় না ।দেখাগেল আপনার অনেক আগে থেকে যারা ট্রিটমেন্ট করে যারা এই রোগের সাথে অভিগত ।তাদের সাথে যাইয়া আপনের কথা বলে যাই এরকমভাবে এই এইটা হলে আপনের এন্টিবায়টিক লাগবে কিনা বা লাগলে পরে ওখান থেকে নিতে পছন্দ করে।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে ওইটা?

উত্তরদাতা:হুম। কোথায় বলতে আপনার দেখা গেলো আপনের আমাদেরতো মনে হয় গ্রাম এলাকা ।এহন দেখা গেলো গ্রামের একটা সরকারি হসপিটাল গেলে এখান থেকে গেলে হয়ত কস্টা অনেক বেশী পড়তে পারে।অনেকে দেখা যায় বাজারের সাথে তাদের বাড়ি।ওইখানে যদি অভিজ্ঞত কোন ডাক্তার থাকে তাহলে ওইখান থেকে নেয় ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা:অনেকের সাথে মনে করেন সরকারি বড় ডাক্তার এর সাথে সম্পর্ক আছে । ফোনে যোগাযোগ করলে যে এরকম সমস্যা আপনার কি লাগতে পারে বা কি লাগবে ?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা।

উত্তরদাতা:যোগাযোগকরে আমাদের বাজারের যে সমস্ত দোকান আছে এখান থেকে নেয়।কিছু ক্ষেত্রে আবার অনেক সময় দেখা যায় হসপিটালে ও যায় অনেক।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । তাইলে কোথায় বেশী পাওয়া যায়? যে ওষুধের ভেটেনারির এন্টিবায়টিক গুলো? কি সরকারি প্রতিসঠানে বেশী পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা:না ।এমনে বাহিরেই বেশী পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা:বাহিরেই বেশী পাওয়া যায়। আর ওরা হচ্ছে এমনি সরকারি হসপিটালগুলোতে যায় কিন্তু কম।

উত্তরদাতা:কম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তো এই যে আপনি যেহেতু দোকান আপনাদের আছে তাহলে এখানে ধরেন এক্সপিয়ার ডেইট হওয়া ।ডেইট এক্সপিয়ার হওয়া ওষুধ ও অনেকসময় থেকে যায় বা ডেম হয়ে যাওয়া ওষুধ থেকে যায় ।কোন কারনে ডেম হয়ে গেসে ,নস্ট হয়ে গেসে এরকম ওষুধগুলো কি করেন আপনারা?

উত্তরদাতা:কি করি বলতে এগুলো মনে হয় আলাদা সাইট কইরা রাইখা দিই।মানে পুরাতন যে কাটন আছে ,ওইখানে রাইখা দিই।ওই কাটন ওইখান থেকে ফেলে দিই ।মাটির নিচে অনেক সময় গাইরা ফেলায় ।

প্রশ্নকর্তা:হে আচ্ছা।অনেক সময় মাটিতে।ইয়ে করেন আর

উত্তরদাতা: আর কিছু ।কছু ক্ষেত্রে দেখা গেলো একটা ইনজেকসনের দাম যদি মনে করেন বেশীদামের ইনজেকশন থাকে তাহলে অনেক সময় কোম্পানি চেঞ্জ করে দেয়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা । ঐ এক্সপায়ার ডেইট হওয়া ইয়াগুলো বেশী দামি গুলো।আর যেগুলো একটু কমদামি?

উত্তরদাতা:নরমাল বা কমদামিগুলো চেঞ্জ করে না।ওইগুলো আমরা ফেলে দিই।

প্রশ্নকর্তা:ফেলে দেন ।মানে ঐ ফেলে দেয়ার সিস্টেমটা একটু জানতে চাচ্ছি ।

উত্তরদাতা: সিস্টেম বলতে অনেক সময় দেখা যায় আপনার মাটির নিচে গর্ত কইরা ফুতে রাখি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এটা কেন করেন?

উত্তরদাতা: কেন করি বলতে দেখা গেল ভবিষ্যতে যদি পরবর্তীতে আপনের দেখা গেল একটা বোতল ভেঙ্গে বা ট্যাবলেট ফাইটা যদি মনে কর ওষুধটা বের হয়ে গেল ।একটা গবাদি পশু বা একটা বাচ্চা পোলাপাইন খাইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: হাসমুরগী খাইতে পারে । একটা অসুখ ছড়াইতে পারে।এ কারনে মাটির নিচে ফুতে রাখি ।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা ।এজন্য।

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা:তো এরকম শুধু সবসময় কি মাটির নিচে ফুতে রাখেন ? নাকি আর কোন ভাবে এমনি ফেলে দেন?

উত্তরদাতা: না ।সবসময় বলতে আমাদের এখানে যে দোকানে যে সমস্ত ওষুধ ডেইট এক্সপায়ার হয়ে যায়

প্রশ্নকর্তা:হু হু।

উত্তরদাতা: মানে আমাদের দোকানে ওষুধ এমনিতেই কম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।হ্যা।

উত্তরদাতা: মানে এক্সপায়ার খুব একটা হয় না।তাও কিছু হয় ওগুলা মনে করেন পিছনে যে আমাদের ইয়ে আছে মানে দোকানের যে পুরাতন কাটন আছে ওখানে জমা রাখি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা: জমা রাখার পর দেখা গেল একমাস বা দুইমাস পর ওইগুলা তারপর মনে করেন ইয়া কইরা রাখি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা। আপনার এখানে কি প্রাণী। মানুষের জন্য কোন ওষুধ আছে?

উত্তরদাতা: না মানুষের জন্য কোন ওষুধ নাই।

প্রশ্নকর্তা:মানুষের জন্য কোন ওষুধ নাই।তাইলে আমি আরেকটু জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে ।ওই যে ইয়া আপনাদের যে ওষুধগুলো আপনি আনতেসেন ,এগুলো কোথা থেকে আসতেসে?

উত্তরদাতা: কোথা থেকে বলতে অনেকসময় আমাদের মনে করেন এই শহর থেকে বা টাঙ্গাইল যেটাকে বলে

প্রশ্নকর্তা:হু হু হু

উত্তরদাতা: টাঙ্গাইল শহর ।টাঙ্গাইল থেকে অনেকসময় কিইনা আনি।তারপর আমাদের এইখানে কোম্পানি আসে। কোম্পানির লোকেরা আইসা বা অর্ডার নিইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তার মানে দুই সিস্টেমে আপনাদের কাছে ওসুধটা আসতেসে ।যে

উত্তরদাতা: হুম।দুই সিস্টেমে।

প্রশ্নকর্তা:আপনি একটা হচ্ছে

উত্তরদাতা: বাইরে থেইকা কিইনা আনি ,নিজে কিইনা আনি ।আরেকটা হইল দোকান থেকে অডার্র করি ।কোম্পানি এসে গাড়িতে দিয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা:কোনটা বেশী করেন?

উত্তরদাতা: কোম্পানিরটা মানে গাড়িতে বেশীদিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।তাইলে ওরা কিভাবে পাচ্ছে?ওসুধগুলো?

উত্তরদাতা: কারা?

প্রশ্নকর্তা:যারা দিয়ে যাচ্ছে আপনার কাছে ওরা কিভাবে পাচ্ছে?

উত্তরদাতা: ওইটাতো আমি বলতে পারবোনা।যেমন যারা কোম্পানির চাকরি করে এরা অনেকেই টাঙ্গাইল থাকে ,অনেকেই মানে সখীপুর থানা আছে,ওইখানে থাকে।

প্রশ্নকর্তা:হু

উত্তরদাতা: তো ওইখান থেকে ওরা অর্ডার করে তারপরে ওরা হয়তো গাড়িতে আসে সম্ভবত ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আমাদের দোকানে হেরা ওষুধ পৌছায় দেয়, আমরা ব্যবহার করি ।অহন কিভাবে আসে ওটাতো আমরা জানিনা।

প্রশ্নকর্তা:ওইটা ভাল জানেন না।আচ্ছা। কিন্তু এইগুলা যাচ্ছে কোথায়?কোথায় দিচ্ছেন এই ওষুধগুলা ?এটা আরেকটু জানতে চাইব ।

উত্তরদাতা: না ওষুধ

প্রশ্নকর্তা:কোন শ্রেনীর মানুষের কাছে যাচ্ছে? কোন ধরনের ইয়েতে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা: কোন শ্রেনী বলতে এখন আমাদের যেটা নিজস্বভাবে ব্যাক্তিগতভাবে প্রয়োজন ।মানে অল্পকিছু ওষুধ ।ওইগুলো আমরা রাখি ।আমরা তো কোন পাইকারি সেল দেই না ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।সেটা ঠিক আছে ।যে কয়টা ওষুধ রাখেন আর কি। ওইগুলো কোথায় বিক্রি করতেসেন?

উত্তরদাতা: কোথায় বিক্রি করি আমরা বাহিরে চিকিৎসা করি ,নিজেগো প্রয়োজনে ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা ।আচ্ছা। আপনাদের নিজেদেরও গরু আছে ?বাড়িতে?

উত্তরদাতা: না নিজেদের বলতে মনে করেন আমরা যে চিকিৎসা করি

প্রশ্নকর্তা:হ্যা

উত্তরদাতা: ওইক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি ।যে আমরা পাইকারি সেল দেওয়া তা দেয়না।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: নিজেদের বাড়িতে গরু আছে ।

প্রশ্নকর্তা:হে ।কয়টা আছে আপনাদের বাড়িতে?

উত্তরদাতা: আমাদের ঘরে দুইটা ।টোটাল আমাদের এই নানীদের বাড়িতে মিলিয়ে আপনের হইল ।ছয়টা। আটটা গরু আছে।

প্রশ্নকর্তা:ওহ ।না আমি চিন্তা করলাম আপনাদের বাড়িতে দুই দুইজন হচ্ছে ভেটেরনারির ইয়া করেন তাহলে গরুত ওইপরিমান থাকার কথা ।আচ্ছা তাহলে আপনি সবসময় আপনার দোকানে যে কয়টা ইয়া আছে ,ওষুধ আছে ।ওইগুলো এন্টিবায়টিক কি কি ওষুধ আছে ,একটু বলবেন?কি কি ধরনের এন্টিবায়টিক ওষুধ আছে?

উত্তরদাতা: আপনার লেখসিলেন না?

প্রশ্নকর্তা:এখানে কি কি ধরনের এন্টিবায়টিক আছে দোকানের মধ্যে?

উত্তরদাতা: দোকানের মধ্যে আপনার এখানে আছে আপনার এস এস এফ থ্রি আছে ।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা: তারপর আপনার এম কক্স।

প্রশ্নকর্তা:এস এস এফ থ্রি,এম কক্স।

উত্তরদাতা: অহন ইনজেকসনের মধ্যে আপনার আছে হইল এমকক্স ।তারপর আপনার হচ্ছে প্রোনাফিন ।

প্রশ্নকর্তা:এমকক্স কোন ইয়ে জেনারেশনের ?

উত্তরদাতা: এডা আপনার মানে থার্ড জেনারেশনের থার্ড।

প্রশ্নকর্তা:মানে থার্ড জেনারেশনের

উত্তরদাতা: হুম ।মানে আপনার নরমাল যে পর্যায়ে মানে কাজ না করতাসে ওই শেষ পযার্য়ে এগুলি ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আর কোনটা?

উত্তরদাতা: তারপর আপনের আছে হইল ট্রাইজনবেট।

প্রশ্নকর্তা:ট্রাইজনবেট

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা:হুম। এটা কোন জেনারেশনের?

উত্তরদাতা: এটা থার্ড।

প্রশ্নকর্তা:থার্ড জেনারেশন

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা:তারপর আর?

উত্তরদাতা: মক্সাসিলিন আছে আপনের।

প্রশ্নকর্তা:মক্সাসিলিন।হ্যা।

উত্তরদাতা: এটা হল থার্ড।

প্রশ্নকর্তা:থার্ড জেনারেশন। অকে আর ?

উত্তরদাতা: আপনের প্রোনাফেন আছে ।

প্রশ্নকর্তা:প্রো না ফেন। হে।

উত্তরদাতা: এটা প্রথম ।

প্রশ্নকর্তা:এটা ফার্স্ট জেনারেশন।ঠিক আছে।

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা:আর কি আছে?

উত্তরদাতা: তেমন কিছু নাই ।

প্রশ্নকর্তা:এখন নাই আর?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা:এই কয়টায় আপনার দোকানে আছে?

উত্তরদাতা: হু

প্রশ্নকর্তা:এখন আমি জানতে চাইব আপনার কোন ইয়েটা আপনি বেশী দেন ?

উত্তরদাতা: প্রোনাফেন বেশী দেয় ।

প্রশ্নকর্তা:প্রোনাফেন বেশী দেন।

উত্তরদাতা: হুম।এটা ফার্স্ট।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।এটা কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা: কোন রোগ বলতে দেখা গেল আপনের একটা গরু যদি নাভিতে গা হইল,জরায়ু প্রদাহ হইল,নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যবহার করি এইগুলা।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা: নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে তারপর দেখা গেল আপনের পাও ভেঙ্গে গেল ,কেটে গেল এক্ষেত্রে ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।আর কোনটা দেন?মানে দ্বিতীয় কোনটা?

উত্তরদাতা:দ্বিতীয়বলতে দেখা গেল আপনের প্রোনাফেন।প্রোনাফেন ব্যবহার করলাম আপনের তিনদিন।তিনদিন ব্যবহার করে দেখা গেল রেজাল্টটা না আসল।

প্রশ্নকর্তা:হু।

উত্তরদাতা: তখন আপনের দেখা যায় যে এই ট্রাইজনবেট এগুলো ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:হ্যা।

উত্তরদাতা: তারপর এমকক্স এগুলো ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:এমকক্স।হ্যা।

উত্তরদাতা: এহন আপনার কোন সময় যদি দেখা গেল বার্নের সমস্যা হইল বা মেস্টাইটিস ওইক্ষেত্রে আমরা মক্সাসিলিন ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা এটা কি জন্য করেন?

উত্তরদাতা: কিজন্য করি বলতে এটা আপনের মানে অন্য সব ইয়ার চেয়ে ভাল কাজ করে।

প্রশ্নকর্তা:ওগুলোর চেয়ে ভাল কাজ করে?

উত্তরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা:কোন অসুখের জন্য কোন ডিজিসের জন্য?

উত্তরদাতা: এটা আপনার মাস্টাইটিস।

প্রশ্নকর্তা:মেস?

উত্তরদাতা: মেস্টাইটিস মানে ওলান প্রদাহ।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা হে হে হে ।হে ঠিক আছে।আর এই যে ইয়া ট্রাইসন টা কোন অসুখের জন্য,ডিজিসের জন্য ব্যবহার করেন ?

উত্তরদাতা: ট্রাইজন টা ও একি ।মনে করেন নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে।তারপর দেখা গেল আপনের কোন ঐ জায়গায় আপনের নাভিতে ঘা হইল ,পোকা টোকা হয়ে গেলে ব্যবহার করা যায়।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: তারপর আপনের দেখা গেল ঠান্ডা জনিত সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা:হুম।এমকক্সটা?

উত্তরদাতা: এমকক্সটা আপনের গলা ফোলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা।

উত্তরদাতা: দেখা যায় কিছু কিছু গরু আপনার ধকে।মানে ধকতেসে ওইক্ষেত্রে ব্যবহার করি।নিউমোনিয়ারক্ষেত্রে ব্যবহার করি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।তাহলে আপনি ওই প্রথমে ব্যবহার করেন হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশনের ওষুধগুলো

উত্তরদাতা: হুম ।প্রোনাফেন

প্রশ্নকর্তা:ব্যবহার করেন । আচ্ছা ।তাহলে

উত্তরদাতা: মূলত আপনার, কোম্পানিতো এখন বাংলাদেশে অভাব নাই ।বুঝেন নাই ?

প্রশ্নকর্তা:হ্যা হ্যা হ্যা সেটাই ।

উত্তরদাতা: দেখা গেল এক একটা ওষুধ এক একটা কোম্পানির ওষুধ ভাল কাজ করে। ওইক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্নকর্তা:হে হে। আর আমি আরেকটু জানব হচ্ছে আপনার এখানে বলতেসেন আপনার তিন বছরের অভিজ্ঞতা আর কি ।তিন বছর ধরে আপনি মাঠে কাজ করতেসেন ।এই পেশায় আছেন ।আর আপনি কি কি ধরনের ইয়া ট্রেনিং নিসেন?

উত্তরদাতা: কি কি ধরনের বলতে আপনের টাঙ্গাইল যে আমাদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষন কেন্দ্র আছে ওইখানে গবাদিপশু পালন ,হাস মুরগী পালন,মৎস্য রোগ যেটা ওটা নিসি।

প্রশ্নকর্তা:হে । ওইটাতে কয় মাসে ?

উত্তরদাতা: ওটাতে তিন মাস ।

প্রশ্নকর্তা:তিন মাসে ।আচ্ছা। এছাড়া কি আর কোন ট্রেনিং নিসেন?

উত্তরদাতা: হ্যা ।এছাড়া বলতে আপনের এইযে কৃত্রিম প্রজননের উপর ট্রেনিং নিসি ।এটা হইলো আপনার ঠাকুরগাও থেকে এজাজ এলাইন্স এর লিমিটেডের (৬৫:২৮)ওইখান থেকে।

প্রশ্নকর্তা:হে ওখানে কতদিন বা?

উত্তরদাতা: ওখানে হল পনের দিন।

প্রশ্নকর্তা:পনের দিন?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা ।এরকম আর কি কোন পরীক্ষা দিসেন?

উত্তরদাতা: না আর কোন পরীক্ষা দিই নাই।

প্রশ্নকর্তা:মানে ওষুধ সম্পর্কিত?ফার্মেসিস্ট ইয়েতে পরীক্ষা দিসেন কিনা?

উত্তরদাতা: না না না। পরীক্ষা দিই নাই।

প্রশ্নকর্তা:আপনার কি কোন ড্রাগ লাইসেন্স ?বিক্রি করার জন্য ড্রাগ লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা: না না ড্রাগ লাইসেন্স নাই ।তবে এখন তো বর্তমানে যে ড্রাগ লাইসেন্স .....৬৫:৫১.....কাউরে হয়তো দেয় না ।শুনসি আর কি।

প্রশ্নকর্তা:আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতা: আমাদের মানে ইয়ে থেকে যে আপনার ই দেই ইয়ে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ওই যে ট্রেড লাইসেন্স ,এটা আছে আর কি।

প্রশ্নকর্তা:ওহ আচ্ছা । আর আপনার পড়াশোনা কতটুকু?

উত্তরদাতা: পড়াশোনা এইচ এস সি।

প্রশ্নকর্তা:এইচ এস সি ।আচ্ছা ঠিক আছে ।ধন্যবাদ।